भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY ,CALCUTTA.
वर्ग संख्या 18296
Class No. 868·14
पुस्तक संख्या
Book No.
रा० पु०/N.L38

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৬ সংখ্যা। } বৈশাখ ১২৮৮—মে ১৮৮১। { ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

নব বর্ষ।

প্রাচীনা প্রকৃতি নব বেশ ধরি, বর্ষে বর্ষে নব কল্যাণ বিকাশি,
জগতের হিত সাধিতে ধায়,
নাহিক আলস্য নাহিক বিশ্রাম, প্রভুর আদেশ পালে অবিরাম,
তাঁর জয়ধ্বনি পুলকে গায়।
ধরণীর মাঝে জীবের ঈশ্বর, অমর আত্মায় ভূষিত অমর,
নারী নর গণ অলসে রবে?
জ্ঞান বুদ্ধি বল করিয়া ধারণ, বদ্ধভাবে কেন, কেন অচেতন,
জীবনের কার্য্য সাধিবে কবে?
লক্ষ্য তোমাদের অনন্ত উন্নতি, চল সেই পথে অবিরাম গতি,
হ'ও না কখন পশ্চাত মুখী,
পিতার অনন্ত সুখের ভাণ্ডার, তোমাদের তাহে পূর্ণ অধিকার,
সে সুখেতে সবে হও গো সুখী।

নববর্ষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পুরাতন বর্ষে যে প্রধান ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে আমরা সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব এবং তদ্দ্বারা জনসমাজের কতদূর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিব।

রাজনীতি—যে মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান সহায় হইয়া সমুদ
ব্রিটিষ সাম্রাজ্য শাসন করেন, গত বৎসর তাহা নূতনরূপে সংগঠিত হ
লর্ড বিকন্সফিল্ডের অধীনে যে রক্ষণশীল (Conservative) দল ছিলে
তাহাদিগের অনেক বিষয়ে যথেচ্ছচারিতার বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল, ত
পরিবর্ত্তে উদার দল (Liberal) মন্ত্রিত্ব ভার প্রাপ্ত এবং মহাত্মা গ্লাডষ্টো
প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হওয়াতে সুশাসনের অধিক আশা হইয়াছে
ভারতবর্ষেও লর্ড লিটনের পরিবর্ত্তে লর্ড রিপণ রাজ-প্রতিনিধি হওয়া
দেশবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আফগানদিগে
সহিত বৃথা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক অর্থব্যয় ও শোণিতপাত করিয়াছে
গত বর্ষে তাহার ফলস্বরূপ অনেক সৈন্য ক্ষতি ও অপমান স
করিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় নূতন মন্ত্রিসভা যুদ্ধকার্য্য স্থগিত করি
ইংরাজসৈন্যদিগকে সম্মানের সহিত কাবুল হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে
ইংরাজপক্ষীয় আবদুর রহমণ কান্দাহারে আমীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন
কিন্তু এখনও কাবুলের আশঙ্কা দূর হয় নাই, প্রকৃত রাজ্যাধিকারী য়াকুব
পৈতৃক রাজ্য উদ্ধারার্থ অবসর খুজিতেছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে নাগা
যে উপদ্রব করিতেছিল, তাহা নিবারিত হইয়াছে, আর কোন কোন স্থা
যে বিদ্রোহ হয় তাহাও শাসিত হইয়াছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে ভারতব
সম্বন্ধে আলোচনা অধিক হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক, ডাক্তার হণ্টার, সা
রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি ইংরাজগণের এবং ভারতসভার প্রতিনিধি বাবু লাল
মোহন ঘোষের বক্তৃতা এই আলোচনার সহায়তা করিয়াছে।

রুসিয় সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জাণ্ডারের অপঘাত মৃত্যু গত বৎসরে
বিদায় কালকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

শিক্ষা—উচ্চশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের হস্ত কিছু সঙ্কুচিত হইয়াছে
কিন্তু নিম্নশিক্ষার উৎসাহদান করা হইয়াছে। স্কুলে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষ
ছাত্রসংখ্যা ৬।৭ হাজার বাড়িয়াছে। নিম্নশিক্ষার বিদ্যালয় ৫৯৮৮ এব
ছাত্র সংখ্যা ৮২৩৮৮ বৃদ্ধি হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—গত বৎসর বেথুন স্কুল স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির অতি উৎকৃষ্ট পরিচ
প্রদান করিয়াছে। ইহার একটী ছাত্রী প্রথম আর্ট্স পরীক্ষায় এবং ২টী

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন শেষোক্ত দুইটীর মধ্যে অন্যতর প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফ্রি চর্চের সম্পর্কিত একটী বালিকাও প্রথম আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবৎসর ১১৪টী বালিকাবিদ্যালয় এবং ২৩৭৩ ছাত্রী বৃদ্ধি হইয়াছে। বালিকা ও বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৩১৩২ ছিল, ২৮৫১৩ হইয়াছে।

উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। বিক্রমপুর, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট, বাকরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের যুবকগণও এসম্বন্ধে অতি প্রশংসনীয়রূপে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান অসোসিয়েসান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সহকারিতা করিয়াছেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। বঙ্গমহিলা সমাজও এই উভয়বিধ কার্য্যে উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন।

সভা—এ বিষয়ে প্রথমে আমরা নারী সমাজের কথা বলিব। ব্রাহ্মিকা মহিলাগণের মধ্যে বঙ্গমহিলা সমাজ ও আর্য্যনারী সমাজ নামে দুই সভা আছে, এ উভয়ের কার্য্য সুন্দররূপ চলিতেছে। নারীগণ যাহাতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সামাজিকতায় সুশিক্ষিত হইয়া আপনাদিগের সমুদায় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, বঙ্গমহিলাসমাজ তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আর্য্যনারী সমাজ হিন্দুরীতি প্রণালী অনুসারে নারীগণকে প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক চেষ্টা করিতেছেন। দেশীয় খ্রীষ্টীয় রমণীরাও 'খ্রীষ্টমহিলা সমাজ' নামে এক সভা করিয়া আপনাদিগের উন্নতি সংসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সভা হইতে খ্রীষ্টীয় মহিলা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে।

পুরুষদিগের সভার মধ্যে ব্রিটিস ইণ্ডিয়া আসোসিয়েসন এবং ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন প্রধান। ইহাঁরা রাজনীতির আলোচনাতেই নিযুক্ত। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান সভা ধীরভাবে ও নিয়মিতরূপে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। ছাত্রসভা অনেক স্থানে স্থাপিত হইয়া ছাত্রগণের উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছে। 'হিন্দু আনুয়িটী ফণ্ড' অনাথ বিধবা প্রভৃতির ভরণপোষণের একটী উপায় খুলিয়াছে. ইহার কার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতি দেখা

যাইতেছে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেসন নামে বাঙ্গালীদিগের এক ব্যাঙ্ক অল্প দিন স্থাপিত হইয়া সুন্দররূপে চলিতেছে।

সমাজ—হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার স্রোত প্রবলবেগে চলিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রচলনের উপায় অধিক হইতেছে। পঞ্জাবে বিধবা বিবাহোৎসাহিনী নামে এক সভা বাঙ্গালী ও অন্য প্রদেশীয় বর-কন্যার মধ্যে বিবাহ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইহার যত্নে ইতিমধ্যে কয়েকটী বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বাল্যবিবাহের প্রতি লোকের ক্রমে অরুচি হইতেছে। বিদ্যা ও সভ্যতার আলোক যেখানে বিকীর্ণ হইতেছে, বহু বিবাহ চোরের ন্যায় তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে। পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অনেক স্থানে আজিও ইহার পরাক্রমের কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহা খর্ব্ব করিবার জন্য স্থানে স্থানে সভা হইয়াছে।

ধর্ম্ম—ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসংস্কারের অগ্রণী হইয়া চলিয়াছেন এবং নরনারী ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ শ্রেণীস্থ সকল লোকের নিকট ঈশ্বরের দয়ার সুসংবাদ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক ধর্ম্মসভা বা হরিসভা হইয়া সমাজের নির্ব্বাপিত ধর্ম্মোৎসাহকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে। খৃষ্টীয়গণও অধিকতর উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। এদেশীয় খ্রীষ্টানসমাজ জাতীয় ভাব রক্ষার জন্য অধিক যত্নবান হইয়াছেন এটী অত্যন্ত শুভকর।

এই নববর্ষের প্রারম্ভে ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া আমরা সকল বন্ধুবান্ধবকে সাদরে নমস্কার করিতেছি। আমাদিগের প্রিয় পত্রিকা যাহাতে স্থায়ী হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে, তজ্জন্য সকলে আশীর্ব্বাদ করুন। আমরা এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে পত্রিকাকে বর্দ্ধিতকলেবর ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার মানস করিয়াছি। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহিত ইংরাজী প্রস্তাব পাঠে অনেক পাঠিকার আগ্রহ হইতেছে, ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়; এবং এই জন্য পত্রিকাতে আপাততঃ ইংরাজী অর্দ্ধ ফরমা সংযোজিত হইতেছে, কিন্তু গ্রাহকগ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন, এই কারণে বামাবোধিনীর ব্যয়বৃদ্ধি হওয়াতে ইহার মূল্য বৎসরে ।৵০ আনা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হওয়া গেল, অর্থাৎ এবং...

হইতে ইহার বার্ষিক মূল্য ২।০ পরিবর্ত্তে ২৷৵০ হইল। আশা করি বামাবোধিনীর উন্নতি সাধনার্থ মাসিক ১০ দুই পয়সা অতিরিক্ত সাহায্য দানে কেহ ক্লেশ অনুভব করিবেন না।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মানব সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার, যতদিন এই সত্য স্বীকার করা না হইবে, ততদিন সমাজ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইবে না। দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর সভ্যতম জাতি সকলের মধ্যেও অদ্যাপি পুরুষেরাই সর্ব্বে সর্ব্বা, স্ত্রীলোকগণ অতি নিকৃষ্ট অবস্থার অবস্থিত রহিয়াছেন। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় নারীগণের স্থান নাই, উচ্চ পদের জন্য তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা করা নিষিদ্ধ, এমন কি যে বিদ্যা ও ধর্ম্ম জাতি, বর্ণ, ও অবস্থার বিচার না করিয়া সকল শ্রেণীকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করিতে প্রস্তুত, তাহাতেও স্ত্রীজাতির অধিকার অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ। সুখের বিষয়, বিদ্যাবতী রমণীগণ আপনাদিগের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়া তৎ-সংস্থাপনার্থ সচেষ্ট হইয়াছেন এবং প্রবল-প্রতাপ স্বার্থপর পুরুষসমাজ বারংবার প্রতিবন্ধাচরণ করিলেও তাঁহারা স্বকর্ত্তব্য সাধনে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এইরূপ চেষ্টায় পরিণামে অবশ্য শুভ ফল ফলিবে। কিছুদিন হইল, কেম্ব্রিজের (Ladies College) মহিলা বিদ্যালয় সকল তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রার্থনা করেন যে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও উপাধি এবং বিদ্যাবিষয়ক সম্মাননা প্রাপ্তির তুল্য অধিকার প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয় বিবেচনার্থ এক (Syndicate) উপসভা নিযুক্ত করেন। সে সভা এই প্রার্থনা সমর্থন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যগণের এক সাধারণ সভায় এ বিষয় পুনর্ব্বিচারিত হইয়া মীমাংসা করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে উদার নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহা করিতে না পারেন, তাহার অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।

কলিকাতায় 'Women's Work-shop' নামে স্ত্রীলোকদিগের এক কার্য্যালয় আছে। যাহাতে অনাথা দুঃখিনী ইউরোপীয় স্ত্রীলোকগণ সূচি কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের ভরণ-পোষণের সুবিধা হয় এই উদ্দেশে এই কার্য্যালয় সংস্থাপিত হয়। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম অল্পদিনের মধ্যে এই কার্য্যালয় স্ব-পোষণ-ক্ষম হইয়াছে এবং ইহার জন্য আর কাহাকেও ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। ১৬২টী স্ত্রীলোক এখন ইহাতে কার্য্য করিতেছেন। গত বৎসর কতকগুলি রমণী বিবাহ বা অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া এই কার্য্যালয় হইতে অবসৃত হইয়াছেন। এই কার্য্যালয়ের গুণে শত শত অসহায় নিষ্কর্ম্মা দরিদ্রা বালিকাগণ সহায়বতী, কার্য্যকুশল এবং উপার্জ্জনক্ষম হইতেছেন, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নহে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম কুমারী গুড্ বারাকপুরে দেশীয় খৃষ্টান রমণীগণের জন্য এইরূপ একটী কার্য্যালয় খুলিয়াছেন। অসহায়া হিন্দু বিধবাগণের জন্য এইরূপ কোন উপায় করিতে পারিলে কিনা মহোপকার সাধিত হয়! ইহার জন্য প্রথমে কিছু কিছু চাঁদা করিয়া একটী ফণ্ড করিতে পারিলে পরে যে তাহা আপনা আপনি চলিতে পারিবে এবং সহস্র সহস্র দরিদ্রা নারীর জীবিকার পথ প্রসারিত করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন বঙ্গবালা পুরুষদিগের সম্মুখে বক্তৃতা বা উপদেশ প্রদান করিতে পারেন এ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বরিশালের শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার এই সৎ-সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্ব বৎসর বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। গত ফাল্গুন মাসে তত্রত্য ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসবের উপাসনা কার্য্যও তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। 'ঈশ্বরের সেবা ও ভক্তিতেই প্রকৃত সুখ' এই বিষয়ে তিনি একটী উপদেশ দেন। অনেক সুশিক্ষিত পুরুষ সমাজে উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্ত্রীজাতির ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী কথা বলেন। আমরা জানি অনেক শিক্ষিতা ভগিনী এরূপ কর্ত্তব্য সাধ..

সমর্থ, কেবল সাহস ও অভ্যাসের অভাবে তাঁহারা আপনাদিগের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন না। তাঁহাদিগের অধিকতর উৎসাহের সহিত কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শিক্ষিত যুবকদিগের উৎসাহের বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইতেছি। এই সকল যুবকের অধিকাংশ শিক্ষা বা কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কেবল আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিয়া নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহাদিগের জন্মভূমির সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থাপন্ন অবলাগণের যাহাতে উন্নতি হয়, তজ্জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। শ্রীহট্ট, বিক্রমপুর, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার কলিকাতা-প্রবাসী যুবকগণ এক একটী স্বতন্ত্র সভা স্থাপন দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা স্ব স্ব জেলার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের পাঠ্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন, বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সমারোহে পারিতোষিক দান করিয়া থাকেন। এক এক স্থানের শতাধিক রমণী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং ৩০০।৪০০ বা তদধিক টাকাও সংগ্রহ করিয়া এই পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির উন্নতিচেষ্টা দ্বারা কেবল যে তাঁহাদিগেরই উপকার করা হয়, তাহা নহে, ইহাদ্বারা সমগ্র সমাজের মহোন্নতি সাধনের সহায়তা করা হয়। আমরা আশা করি পূর্ব্ববাঙ্গালার যুবকগণের এই সাধু দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অন্যান্য স্থানের শিক্ষিতগণ এ সম্বন্ধে আপনাদিগের কর্ত্তব্যসাধনে উৎসাহিত হইবেন। সকলের সাধু চেষ্টার ফল একত্র হইলে সমুদায় দেশের মহৎ কল্যাণের কারণ হইবে।

গত বৎসর দুইটী বঙ্গবালা - বিশ্ববিদ্যালয়ের (First Arts) উচ্চশিক্ষার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহারা (B. A.) উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এই সংবাদে যেমন কতকগুলি লোক আনন্দিত হইয়া ভাবিতেছেন স্ত্রীলোকেরা এতদিন পরে প্রকৃত উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য; অপর

পক্ষে তেমনি অনেকে অনেক প্রকার ভয় ও সংশয় করিতেছেন। কেহ মনে করিতেছেন স্ত্রীলোকেরা পুরুষ হইয়া যাইতেছে, কেহ মনে করিতেছেন ইহারা পুরুষদিগের স্বত্ব আক্রমণ করিতেছে, পুরুষদিগের পরিণাম কি হইবে? কেহ মনে করিতেছেন স্ত্রীলোকেরা বি এ, এম এ, উপাধি লইয়া কি করিবে, এজন্য যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার, তদ্দ্বারা গৃহকার্য্যে মনোনিবিষ্ট হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা; কেহ বা মনে করিতেছেন পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা প্রণালী স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী হইতে পারে না, ইহাদ্বারা তাহাদিগের উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবে। আমরা বলি দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিয়া শিক্ষাপ্রণালী যত উৎকৃষ্ট করিতে পার কর, কিন্তু সকল কার্য্যের আরম্ভই পরীক্ষার অবস্থা, পরীক্ষায় তাহার ফলাফল না দেখিয়া হঠাৎ অধীর হইবার প্রয়োজন কি? দেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষা যাহা, তাহাতে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের তুল্যাধিকার প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং তাহাই হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা তাহার আকাঙ্ক্ষী হইলে অনধিকার চর্চ্চা করা হয় না। বিশেষতঃ অদ্যাপি যখন স্ত্রীজাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধিকার বিষয়ে সাধারণের ঘোরতর কুসংস্কার রহিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে পুরুষদিগের নিম্নতর শ্রেণীতে রাখা স্বাভাবিক নিয়ম-স্বরূপ বলিয়া অনেকে জ্ঞান করিয়া থাকেন, তখন যে প্রকারে সে কুসংস্কার ভঙ্গ হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ে সমান পরিমাণে জ্ঞান উপার্জ্জন করিলে উভয়কে যে একই কার্য্য করিতে হইবে, তাহা কে বলিল? যে কার্য্য যাঁহার প্রকৃতির ও প্রয়োজনের উপযোগী, তিনি তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, কিন্তু অধিক জ্ঞান আয়ত্ত থাকিলে যিনি যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন, তাহাতে যে অধিকতর কার্য্য-কুশলতার পরিচয় দিতে পারিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডীয় কতকগুলি রমণী চিনরমণীদিগের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া এতদূর কাতর হইয়াছেন, যে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া এই রমণীগণের উন্নতি সাধনার্থ চিনে গমন করিয়াছেন এবং বিবিধ উপায়ে তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিতেছেন। এই সদাশয়া মহিলাদিগের মধ্যে

যাঁহারা তথায় যাইতে পারেন নাই, তাঁহারা উহাঁদিগের কল্যাণার্থ ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন। ইংলণ্ড ও চিনে অর্দ্ধ পৃথিবীর ব্যবধান, উভয়ের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু এ ব্যবধান ও ভিন্নতা অস্বীকার করিয়া যে কোমলপ্রাণা নারীগণ দূরদেশস্থ ভগিনীদিগের প্রতি এতদূর সমদুঃখিতার পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। ঈশ্বর অবশ্যই এই নারীগণের সাধুচেষ্টা সফল করিবেন।

বাগ্‌দেবীর সভা।

বহুকাল গত হইল বাগ্‌দেবী ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে এক দিবস তাঁহার রাজ্যান্তর্গত সকল শ্রেণীর লোকের জন্য একটী সভা হইবে এবং তিনি বর্ণমালার পঞ্চাশটী অক্ষর অর্পণ করিবেন, সেই অক্ষর যোজনা দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর শব্দ রচনা করিবেন, তাঁহাকে তিনি একটী স্বর্ণ মুকুট প্রদান করিবেন। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে এই ঘোষণা প্রচারিত হইতে লাগিল এবং এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক নরনারী কোন্ সুন্দর কথাটী রচনা করিবেন, আপন আপন মনে তাহা স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু পাছে অপর লোক তাহার রচিত মধুরতম শব্দ অপহরণ পূর্ব্বক বাগীশ্বরীর নিকট হইতে পুরস্কার গ্রহণ করে, এই ভয়ে কোন ব্যক্তি অপরের নিকট আপন মনোনীত কথা প্রকাশ করিলেন না, অতি যত্নে তাহা লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। বড় বড় বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রত্যেকে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে তিনি যে শব্দটী ভাবিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সমস্ত শব্দাবলীর মধ্যে মধুরতম এবং বাগীশ্বরী নিশ্চয়ই তৎশ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইবেন।

অবশেষে সম্মিলনীর দিন উপস্থিত হইল। বাগ্‌দেবী স্বয়ং উজ্জ্বল স্বর্ণ মুকুট হস্তে লইয়া সভার মধ্যস্থলে আসনে উপবিষ্টা হইলেন, নানা দিগ্-দেশাগত লোকসকল উৎসুকচিত্তে তাঁহার চতুঃপার্শ্ব ঘেরিয়া বসিলেন। কিছুক্ষন পরে বাগীশ্বরী সুমধুর স্বরে সভাস্থ আবালবৃদ্ধ সকলকে সম্বোধন

পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি এই পঞ্চাশটী অক্ষর প্রদান করিতেছি, ইহা দ্বারা তোমরা সকলে একটী একটী শব্দ রচনা করিয়া দাও। যাহার রচিত শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হইবে, তাহাকে আমি এই স্বর্ণ মুকুট প্রদান করিব। তোমরা প্রত্যেকে সাবধানে তোমাদের রচিত শব্দটী কাগজে লিখিয়া যত্ন পূর্ব্বক এই ঝাঁপীর ভিতর রাখ, সকলের লেখা সমাপ্ত হইলে আমি বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করিব।"

সকলের লেখা সমাপ্ত হইলে দেবী ঝাঁপী হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া হস্তে লইয়া সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা ছিল "ধন।" দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্যক্তি এই কথা লিখিয়াছেন? একজন প্রাচীনমূর্ত্তি কঠোরপ্রকৃতি কৃপণ ব্যক্তি কহিল "আজ্ঞে, আমি লিখিয়াছি।"

দেবী কহিলেন "তুমি কি কারণে পৃথিবীস্থ যাবতীয় শব্দের মধ্যে "ধন" কে এত মধুরতম জ্ঞান কর?"

"কারণ সকল ব্যক্তিই অর্থ পাইতে বাসনা করে, ধনী হইবার আশায় লোকে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সমস্ত দিন পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হয়, এবং ধনশালী হইলেই মনুষ্য সুখী হয়। কোন এক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিত আছে ধন দ্বারা সকলই হয়, জগতে এমন কিছু নাই যাহা ধন দ্বারা সুসিদ্ধ হয় না। এই কারণে ধন এই শব্দটী আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর বলিয়া বোধ হয়।"

দেবী কহিলেন, "অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি তোমার মত হইতে আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যদি কোন সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে লেখা থাকে, তবে লেখক অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তুমি কহিতেছ যে ধন দ্বারা সকলই সুসিদ্ধ হয়, তাহাই কি? রোগী যখন রোগ শয্যায় শয়ন করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়, তখন তাহার হস্তে ধন প্রদান করিলে কি সে সুস্থ হয়? ধন কি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রফুল্ল ও সুখী করিতে পারে; না তাহার আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিতে পারে? ইহা কি পুত্রহীনা জননীর ক্রোড়ে তাঁহার প্রাণের সন্তানকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আনিয়া দিতে পারে? অথবা ইহা মানব আত্মাকে স্বর্গের পথে লইয়া যাইতে পারে? হে বৃদ্ধ! ধন দ্বারা এ সকল সুসিদ্ধ হয় না। ইহা কেবল

শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করিতে পারে, কিন্তু মানব আত্মাকে পাপের দিকে লইয়া যায় এবং ইহার অধীশ্বর হইয়া মানব অনেক সময়ে বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, দরিদ্রদিগের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। আমি 'ধন' কে পৃথিবীর মধ্যে মধুরতম শব্দ মনে করিতে পারি না।

ইহা কহিয়া দেবী পুনর্ব্বার ঝাঁপীর মধ্য হইতে দ্বিতীয় খণ্ড কাগজ বাহির করিলেন। ইহাতে 'মান' এই কথাটী লিখিত ছিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন কোন্ ব্যক্তি এই শব্দের রচয়িতা?

একজন সুরূপ যুবক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন "আমি।"

দেবী কহিলেন 'মান' কে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর শব্দ জ্ঞান করিবার কারণ কি?"

যুবক কহিলেন "ইহার আবার কি কারণ দেখাইতে হইবে? কোন্ ব্যক্তি না অবগত আছেন যে 'মান' অপেক্ষা জগতে প্রিয়তম বস্তু আর কিছুই নাই। বিদ্যালয়ে বালকদিগকে মানের জন্য যত্নপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখা যায়, ক্রীড়াকালেও তাহারা মানের জন্য মনোযোগের সহিত উত্তমরূপ ক্রীড়া করিতে শিক্ষা করে। শুভাকাঙ্ক্ষী জনক জননী যে এত কষ্টে সন্তানগণকে শিক্ষা দেন, তাহাও মানের জন্য। মানাভিলাষী হইয়া জ্ঞানী বিদ্যাবান্ ব্যক্তি সমস্ত জীবন শিক্ষার জন্য যাপন করিয়া থাকেন। ইহাকে পাইবার নিমিত্তই নাবিকগণকে উত্তাল তরঙ্গাকুলিত অর্ণবযানের মাস্তলের উচ্চতম প্রদেশে আরোহণ করিতে এবং যুদ্ধকালে সৈন্যগণকে বজ্রনিনাদী কালাগ্নি-উদ্গীরণকারী কামানের সম্মুখীন হইতে দেখা গিয়া থাকে;—মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে 'মান' অপেক্ষা পৃথিবীতে মূল্যবান এবং মধুর বস্তু আর কিছুই নাই।"

বাগীশ্বরী কহিলেন "তুমি যে এরূপ বাগ্‌বিন্যাসপূর্ব্বক আত্ম সমর্থন করিতে পারিয়াছ বোধ হয়, তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রশংসার উপযুক্ত বট; কিন্তু তোমার বাক্যে আমি অনুমোদন করিতে পারি না। মান মনুষ্যকে কঠিনতম দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারে বটে; কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানব মান সম্ভ্রমের জন্য

অন্ধ হইয়া অন্য লোকের স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে। মানের জন্য লোকে স্বার্থপর হইয়া অপরের হিত এবং উন্নতির জন্য চিন্তা করে না, বরং কি প্রকারে অন্যকে পদানত রাখিয়া স্বয়ং সর্ব্ব উচ্চ আসন পাইবে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকে। মানাভিলাষী হইয়া মানবগণ শত শত বার পৃথিবীকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া কত জাতিকে শোক দুঃখে অভিভূত, কত সতীকে পতিহীনা এবং শিশু সন্তানকে অনাথ করিয়াছে। অতএব ইহাকে আমি সুমধুর পদার্থ বলিতে পারি না।"

ইহা কহিয়া পুনরায় বাগীশ্বরী ঝাঁপী হইতে অন্য এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া লইলেন। এই কাগজ খণ্ডে "প্রেম" এই শব্দটী লিখিত ছিল।

দেবী কহিলেন কোন্ ব্যক্তি এই বাক্য রচনা করিয়াছেন? একজন রমণী সলজ্জভাবে কহিলেন ইহা আমার লেখা।"

"কি কারণে তুমি এই শব্দকে মধুরতম বলিয়া বিবেচনা কর?"

"ইহা আর যুক্তি দ্বারা দেখাইয়া কি দিব? জগতের সকল ব্যক্তির হৃদয়ে প্রেম রাজত্ব করিতেছে। এই প্রেমই ব্যক্তিবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিতেছে। জননী-হৃদয়ে স্নেহরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অসহায় শিশুসন্তানদিগকে লালন পালন করিতেছে; শিশু হৃদয়ে মাতৃভক্তি ও ভালবাসারূপে বাস করিয়া শিশুকে মাতার উপর সরলভাবে বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছে। এই প্রেমের কারণেই বিদেশস্থ মানব মন আবাস গৃহের প্রতি সতৃষ্ণচিত্তে ধাবমান হইতে থাকে। ইহাই সতীর হৃদয়ে পবিত্র প্রেম নাম ধারণ করিয়া এই মরু সংসারে সুশীতল সুধাধারা প্রবাহিত করিতেছে। এই প্রেমবারিসিঞ্চনে কত কত কঠিন পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। সাধুর হৃদয়ে ইহা ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভক্তি রূপে বাস করিয়া কত শত জীবনকে মুক্তি ও স্বর্গেরপথে লইয়া যাইতেছে। দেশহিতৈষী মহৎ ব্যক্তিগণ এই প্রেমের বশীভূত হইয়া সংসারে কত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অধিক আর কি কহিব এই উদার প্রেমের গুণেই মানব দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সেই প্রেমময় ঈশ্বর হইতে ভূতলে মানব-হৃদয়ে বর্ষিত হইয়া উষর মানব-হৃদয়কে উর্ব্বর করিতেছে।

ইহা অপেক্ষা সুমধুর কথা আর কি আছে? ইহার নামে মানব-আত্মা বিগলিত হইয়া যায়।"

দেবী কহিলেন, "প্রেম" এই শব্দটী যেমন মিষ্ট, তেমনই তিক্ত। দেখ পৃথিবীতে যে অধিকাংশ ক্লেশ দুঃখ দুর্গতি সে এই প্রেমেরই জন্য। তুমি যখন পৃথিবীর মায়া মোহের সহিত এই কথাটী জড়িত করিয়া ইহার অপ-ব্যবহার করিয়াছ, তখন তুমি কখন পুরস্কারের উপযুক্ত হইতে পার না।

তৎপরে দেবী এক এক করিয়া কয়েক খণ্ড কাগজ উত্তোলন করিলেন, কোনটীতে লেখা আছে বসন, কোনটীতে ভূষণ; কোনটীতে সুরূপ, কোনটীতে সঙ্গীত, কোনটীতে বীরত্ব, কোনটীতে স্বাধীনতা, কোনটীতে স্বামী, কোনটীতে স্ত্রী, কোনটীতে পুত্র, কোনটীতে মিত্র। দেবী এই সকল শব্দের গুণাগুণ বিচার করিয়া কোনটী মনোনীত করিলেন না। অবশেষে তিনি আর একখণ্ড কাগজ ঝাঁপী হইতে লইয়া পাঠ করিলেন। ইহাতে "ঈশ্বর" এই শব্দ লিখিত ছিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই শব্দটী লিখিয়াছেন?

একটী দরিদ্র বালিকা দণ্ডায়মান হইল, দেবী ও সভাস্থ সকলের চক্ষু তাহার দিকে পতিত, সে ভীতচিত্তে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে কহিল "আমি।" দেবী সস্নেহে সুমিষ্ট ভাবে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, অয়ি! সরল বালিকে তুমি 'ঈশ্বর' এই বাক্যটীকে যে মধুরতম কহিতেছ কেন তাহা কি বলিতে পার?

বালিকা কহিল "না আমি কোন কারণ জানি না; কিন্তু আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে ইহা অপেক্ষা আর কোন নামই মিষ্ট নহে। ঈশ্বরের নাম লইলে আমার সকল দুঃখ দূর হয়, ইহাতে মনে যেরূপ আনন্দ হয়, এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।"

দেবী সহাস্য বদনে বালিকাকে নিজ পার্শ্বে আনিয়া কহিতে লাগিলেন; বালিকে! তুমি যথার্থ অবগত হইয়াছ; জগতে এমন কোন নাম নাই যাহা ঈশ্বরের নামের তুল্য সুমিষ্ট হইতে পারে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরে যে বিশ্বাস করিতে পারে, তাঁহার নাম যাহার নিকটে মধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, সে ইহকালে পরম সুখে বাস করে ও পরকালে স্বর্গে

অনন্তকাল মনের আনন্দে কালযাপন করিতে পারে। ঈশ্বর প্রেমময় জ্ঞানময় অনন্ত পূর্ণ পুরুষ; তাঁহার তুল্য মহান্ আর কে আছে? তিনি দীন হীন অসহায় ও নিরাশ্রয়ের একমাত্র আশ্রয় ও সহায়। সংসার যখন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে থাকে, তখন তিনি একমাত্র সান্ত্বনাস্থল। 'ঈশ্বর সকল রূপবান্ অপেক্ষা সুন্দরতম, মধুরতম অপেক্ষা মধুরতম, মঙ্গলময়, জগতের পালক, তিনি পিতার পিতা, জননীর জননী, গুরুর গুরু; তাঁহা অপেক্ষা মিষ্ট কিছুই নাই।' অতএব আইস আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া এই মুকুট গ্রহণ কর। এক্ষণে তুমি যেরূপ সরল ও পবিত্র আছ, চিরকাল যেন সেইরূপ থাকিয়া স্বর্গে দেবগণের মধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতে পার।"

গৃহকার্য্য।

(১৯৫ সংখ্যা—৩৭৫ পৃষ্ঠার পর)

শয্যাগৃহ।

শয্যাগৃহে দিবসের অন্ততঃ চতুর্থাংশ কাল গত হয়, সুতরাং জীবনের এত সময় যে স্থানে ব্যয় করিতে হয়, তাহা যতদূর স্বাস্থ্যের উপযোগী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের একটী প্রধান কারণ। সুনিদ্রা দ্বারা যেরূপ কর্ম্মঠ শরীর লাভ করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেইরূপ অনেক সময় সামান্য বা গুরুতর পীড়া সকলেরও আশ্চর্য্য উপশম হয়। শয্যাগৃহের সুব্যবস্থার উপরে যে এই সুনিদ্রা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, তাহার সংশয় নাই। বিশেষতঃ সুকুমার শিশুগণ, কোমল পুষ্পের ন্যায় যাহাদিগের স্বাস্থ্য হানি এবং জীবন-নাশ সামান্য কারণে ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের জন্য, শয্যাগৃহের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আরও অধিক। গৃহ যাহাতে শুষ্ক হয়, তাহাতে শুষ্ক অথচ বিশুদ্ধ বায়ু অবাধে সঞ্চারিত হইতে পারে, প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবিষ্ট হয়, শয়নের জন্য এ প্রকার গৃহ মনোনীত করা বিধেয়। ইংরাজ-

দিগের শয্যাগৃহে একটী করিয়া আগুণের হাফর ও চিমনি থাকে, এবং প্রশস্ত বাতায়ন থাকে, তাহাতে গৃহের বায়ু সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে। আমাদিগের দেশে অত্যন্ত শীতাগম ভিন্ন শয্যাগৃহে আগুণ রক্ষার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তথায় নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারের উপায় করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দ্বার ও জানালা সকল যাহাতে প্রশস্ত ও পরস্পর ঋজু হয়, এমন করিয়া সেগুলি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। পশ্চাৎ এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাড়াতাড়ি শয্যা গুটাইয়া কোন স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। রাত্রিকালে আমাদিগের নিশ্বাসের সহিত অঙ্গারক বাষ্প অধিক পরিমাণে বহির্গত হয়, তাহাতে শয্যা অল্প বা অধিক পরিমাণে বিষময় হইয়া থাকে। আমাদিগের শরীরের উত্তাপে ও মলাতে শয্যা উত্তপ্ত ও মলিন হইয়া থাকে। শয্যা হইতে বিষময় বাষ্প এবং দৈহিক উত্তাপ প্রভৃতি যাহাতে বাহির হইয়া যায়, তাহার জন্য কিছুক্ষণ মশারি তুলিয়া ও দ্বার জানালা খুলিয়া দিয়া বায়ু প্রবাহ বহিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংরাজদিগের গৃহে পরিজনবর্গ নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথমে ঈশ্বরোপাসনা, ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ, চা পান ও প্রাতর্ভোজনে কিছু সময় যাপন করিয়া থাকেন। সেই সময়ের মধ্যে শয্যা খোলা বাতাসে শীতল ও দূষিতবায়ুশূন্য হইয়া থাকে। গৃহিণী বা পরিচারিকা ইতিমধ্যে অন্যান্য 'বাসী পাট' সারিয়া তবে শয্যা তুলিতে আসেন। এরূপ নিয়মদ্বারা অনেক গুলি সুফল ফলিয়া থাকে।

বিছানা তুলিবার সময় মাদুর তোষক বালিস প্রভৃতি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া তোলা কর্ত্তব্য। বালিসের ধারে, তোষকের ধার সকলে যে ধূলা বা ময়লা জমে, তাহা ঝাড়ন দিয়া পরিষ্কার করিলে ভাল হয়। বিছানা সকল যদি পাতিয়া অধিকক্ষণ রাখা সুবিধাজনক না হয়, রৌদ্রে ও বাতাসে মেলিয়া দিলেও হইতে পারে। তোষক ও চাদর প্রভৃতি গুটাইবার সময় তাহা সমান ও চোস্ত করিয়া পাট করিয়া লইবার অভ্যাস থাকিলে ধূলা ময়লার প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়ে। বিছানার উপর চাদর থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেন না তাহা হইলে সহজে তাহা কাচিয়া পরিষ্কার রাখা যায়।

লেপ, কাঁথা বালিসে ওয়াড় দিবারও একটী প্রধান প্রয়োজন এই, যে আসল জিনিস নষ্ট না করিয়া ওয়াড়গুলি ধৌত করিলেই শয্যা পরিষ্কৃত থাকে। বিছানার চাদর বা লেপ বালিস প্রভৃতির ওয়াড়ের আবশ্যকতার প্রতি যাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই, তাঁহাদিগের শয্যা যে ময়লা ও অস্বাস্থ্যের আধার হইয়া থাকে, ইহা বলা বাহুল্য। মলিন শয্যা হইতে যে পূতিগন্ধ উত্থিত হয়, অন্য সময় অপেক্ষা নিদ্রাকালে তাহাতে স্বাস্থ্যের অধিক হানি করিয়া থাকে। শয্যা উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে পরিষ্কার করিয়া ও পাট করিয়া তাহা কোন মোটা চাদর, শতরঞ্চি বা কম্বলে জড়াইয়া যথাস্থানে সজ্জিত রাখা বিধেয়।

শয্যা তোলা হইলে গৃহ ঝাঁটি দিয়া ও মধ্যে মধ্যে ধুইয়া পরিষ্কার করা চাই। অনেক বাঙ্গালীর গৃহে যদি খাটে শয্যা পাতা হইল, তাহা হইলে আর কোন চিন্তার বিষয় নাই। খাটের বিছানাটী শয়নের সময় একবার বিস্তার করা এবং অন্য সময় সেই খানেই মুড়িয়া রাখা হইলেই হইল। বিছানার মধ্যে ময়লা জমিল এবং খাটের নীচে সাপ বিছা বা কি জঞ্জাল রাশি রহিল, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। ইহার অনিষ্ট ফল কখন না কখন প্রত্যক্ষ করিতে হইবেই হইবে। মাটীর গৃহ হইলে তাহা ঝাঁট গোবর দিয়া এবং শান হইলে তাহা ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা চাই। ঘরের মেজে ধুইলে অধিক জল জমাইয়া রাখা উচিত নয়, মোটা কাপড়ে তাহা মুছিয়া ফেলা আবশ্যক। ছড়া বা গোলাহাঁড়ী এবং মুছিবার নেতা বা নেকড়া প্রভৃতি গৃহের উপকরণ-স্বরূপ যত্নপূর্ব্বক রাখিতে হইবে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত এগুলিকে গৃহের মধ্যে রাখিয়া গৃহকে অপরিষ্কার করা না হয়।

শয্যার ন্যায় গৃহসজ্জা সকল পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। আহারের বাসন ও পিলসুজ প্রভৃতি ধুইয়া মাজিয়া ও ভাল করিয়া মুছিয়া যে রাখিতে হইবে, ইহা বলিতে হইবে না। আজি কালি অনেকে কেদেরা, টেবেল, আলমারী প্রভৃতি দিয়া গৃহ সাজাইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ইংরাজী আসবাব সকল ইংরাজগৃহে একরূপ, বাঙ্গালীগৃহে অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এ সকলে প্রায় ধূলা ও ময়লা জমিয়া থাকে এবং ছারপোকা

প্রভৃতির বাসা হয়। কাঠের আসবাব সকল পরিষ্কার করিতে হইলে কেবল ঝাড়ন দিয়া পিটিলে বিশেষ ফল দর্শে না, তাহাদ্বারা কেবল এক স্থানের ধূলা অন্যস্থানে গিয়া জমা হয়। শুষ্ক কাপড় দিয়া ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা এ গুলি পরিষ্কার করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। মেহগ্নি কাঠের জিনিষ শুকনা কাপড়ে মোছায় বেশী পরিচ্ছন্ন হয়, সামান্য কাঠের জিনিষ ভিজা নেকড়ায় পুঁছিলেও চলে। সেজ, ল্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করিলেও সেগুলি পরিষ্কার করা ও যথাস্থানে রাখা কর্ত্তব্য।

শয্যাগৃহের নিভৃত স্থানে যে ঝুল ও ময়লা প্রভৃতি জমিয়া থাকে, অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সে সকল পরিষ্কার করা আবশ্যক। সপ্তাহে একবার গৃহটী সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করিতেই হইবে, ইহা একটী বিশেষ নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা বিধেয়।

শয্যাগৃহের বাতায়ন সকল বৃষ্টি এবং কোয়াসার সময় ভিন্ন সমস্ত দিন খুলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু বহনাবহন করিবে। জানালা সকল রাত্রিকালে সচরাচর অল্প পরিমাণে খুলিয়া রাখিলে ভিতরের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায়, ইহাদ্বারা উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

শয্যাগৃহ সম্বন্ধে সুনিয়ম প্রতিপালন করিলে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যে শোচনীয় শিশুপীড়া ও শিশুমৃত্যু অধিক পরিমাণে দেখা যায়, তাহা অনেক নিবারিত হইতে পারিবে। পরিবারস্থ সকলে সুস্থশরীর ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আনন্দে গৃহধর্ম্মপালনে সমর্থ হইবেন।

একদিনকার দৃশ্য।

সেই একদিন, সখি! আমাদিগের ত্রিতল প্রাসাদের সরসীসম্মুখস্থ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলাম। কি ভাবিতেছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারিতেছি না, কিন্তু তৎসাময়িক প্রকৃতির দৃশ্য, প্রভাত পবন সঞ্চালিত নবোদীয়মান তপন-বিভাত সরসীবক্ষের চঞ্চল, উজ্জল সলিলের নীরব উত্থান ও পতন, অদূরস্থ উদ্যানবিহারী বিহঙ্গকুলের ভাবময়ী কাকলি এবং

আমার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের তরল তরঙ্গ এক সঙ্গে মিশিয়া কি হইল, মনে পড়ে; কিন্তু বুঝাইতে পারিব না। মানবীয় ভাষায় তৎকালীন হৃদয়ের অবস্থা চিত্র করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা। তুমিত জানই আমার বর্ণনশক্তি অতি অল্প। যাহা দেখি তাহার শতাংশের একাংশ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা ভাবি, যাহা হৃদয়ে ২ অনুভব করি, তাহা অপরকে জানাইতে পারি না।

কতক্ষণ সেই অবর্ণনীয় অবস্থায়—জাগ্রত স্বপ্নে—সেই উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে ডুবিয়া ছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু সে সুখের স্বপ্ন, সেই অজ্ঞানাবস্থার আরাম, সেই উদ্বেলিত ভাবের তরঙ্গ অবশেষে, একে ২ ধীরে ২ অপসারিত হইয়াছিল। বারাণ্ডা সমীপস্থ রেইল মালার উপর ধীরে ২ অবশ মস্তক স্থাপন করিয়া আবার একবার সরসীর উজ্জ্বল জল-রাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। সহসা সরোবর সোপানোপবিষ্টা একটী ক্ষুদ্র বালিকার শীর্ণ-দেহ আমার নেত্র আকৃষ্ট করিল। নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, বালিকা আমা অপেক্ষা বড় বয়ঃকনিষ্ঠা নহে। তবে তাহার দেহাকৃতি আমা অপেক্ষা বহু পরিমাণে ক্ষুদ্র, মুখখানি নিতান্ত জীর্ণ, শরীর অস্থিচর্ম্ম সার, আর চোখ্ দুটী—আহা কি সুন্দর চক্ষু! অশ্রুজলে পরিপূর্ণ সেই চক্ষু দুটী—আমি আজিও ভুলিতে পারিতেছি না, জীবনে কখনই ভুলিব না। কবিদের খঞ্জন-গঞ্জন বা মৃগমদ নেত্র আমি জীবনে একবারও দেখি নাই, কিন্তু আমার দেখা সেই সজল অপরাজিতা দুটী যদি তুমি দেখিতে, আমার মত তুমিও উহা মুহূর্ত্ততরে স্মৃতিফলক হইতে অপসৃত করিতে পারিতেনা।

বালিকা সোপানাবলীর নিম্নতম স্তরে বসিয়া ছল ছল নেত্রে কি যেন ভাবিতেছিল। আহা সেই শীর্ণ কোমলতাময় মুখখানিতে চিন্তার কালিমা পড়িয়া উহাকে মেঘাবৃত ঈষদুজ্জ্বল হিমাংশুর মত আরও মনোহর করিয়াছিল। সখি, তখন তুমি সেখানে ছিলে না, নহিলে দেখিতে, অন্ধকারের মধ্যে স্বর্ণের সুপবিত্র ভাতি কেমন সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বালিকার সম্মুখে সলিলপূর্ণ মৃন্ময় কলসী, আর সেই বৃহদাকার কলসীর গাত্রে বালিকার একখানি শীর্ণ হস্ত ন্যস্ত রহিয়াছে।—আর একখানি

হস্তের উপর ভাবনা-ঘূর্ণিত, অবদ্ধ কবরী, ধূলিধূসরিত, অযত্নরক্ষিত ক্ষুদ্র মস্তকটী—অযত্নে স্থাপিত। আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, বালিকার আননে রোগের চিহ্ন দেদীপ্যমান, শরীর অতি দুর্ব্বল। জলপূর্ণ ভারী কলসী কক্ষে করিয়া দূরস্থ গৃহে যাইতে হইলে, অর্দ্ধপথ না ফুরাইতেই বালিকা ভূপতিতা হইবে। অর্দ্ধেক পথই বা কি প্রকারে যাইবে? কলসী তুলিয়া কক্ষে লওয়াই তাহার একপ্রকার অসাধ্য। তাই বালিকা সরসী সোপানে বসিয়া কাঁদিতেছে। বালিকার আপনার বলিবার কি কেহ নাই? কে এমন রুগ্না বালিকাকে এ দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে বাধ্য করিয়াছে?—বালিকার কষ্ট দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। যদি আমার সাধ্য থাকিত, আমি গিয়া উহার অর্দ্ধেক ভার লাঘব করিতাম। হায়রে, এমন বালিকা (আমিও তখন বালিকা ছিলাম) কি প্রকারে এ ভার বহন করিবে?

বালিকে, কাঁদিতেছ?—সরসীতীরে সলিলপূর্ণ মৃন্ময় কলসী লইয়া ভাবিতেছ, আর কাঁদিতেছ;—কাঁদ। ভীষণ সংসার পারাবারের শৈকতময় বেলাভূমিতে বসিয়া, দুর্ব্বহ—মৃণ্ময় দেহঘট সম্মুখে করিয়া, নিত্য ২ অনেকেই কাঁদিতেছে। আমিও তোমারি মতন বালিকা, তবুও আমার অনেক অশ্রু নিঃশব্দে মানুষের অজ্ঞাতে ঐ সরসী-জলে, অনেক নিশ্বাস ঐই ঝাউ-তাড়িত সমীরণে মিশিয়া গিয়াছে। এজীবনের বোঝায় এখনই কাতর হইয়াছি। জীবনের অধিকতর অংশ আমার সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু এই তরুণ-জীবনই যখন এত যাতনাপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তখন অন্ধকার ভবিতব্যে কি আছে কে বলিবে?—

কত চিন্তা একে একে হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল, বলিয়া কায নাই। কিন্তু যখন চিন্তার বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন দেখিলাম সম্মুখস্থ বালিকা-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলাম—ভাবিলাম সকলই হয়ত আমার দৃষ্টিভ্রম; কিন্তু সোপানাবলীর গাত্রে বালিকার সিক্তপদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া সে ভ্রম দূরীকৃত হইল।

বালিকা প্রাণপণে বল সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিয়াছে। কেবল সরসীসোপানে বসিয়া কাঁদিতে আসে নাই। বালিকা ভীরু নহে,

নিস্তেজ নহে—নিজকার্য্যে পরাঙ্মুখা নহে। বালিকা নিজের দুর্ব্বলতার উপর জয়লাভ করিয়াছে। বালিকা দুর্ব্বহ ভার বহনাতীত হইলেও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমি কেন উহা অপেক্ষা উচ্চাবস্থায় স্থাপিত হইয়া জীবন দুর্ব্বহ বোধে সংসার বেলায় বসিয়া কাঁদিব? কর্ত্তব্যজ্ঞান ও সাহস দুর্ব্বলতার উপর জয়লাভ করুক। জীবনের কার্য্যগুলি অসম্পন্ন রাখিয়া কেবল কাঁদিলে কি হইবে? বালিকা যদি পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে অংশপ্রায় পতিত হয়, যদি অতিরিক্ত পরিশ্রমে অর্দ্ধমৃত হয়, অধিকতর রুগ্ন হয়, তাহাহইলে বালিকার ক্ষোভ থাকিবে না। বালিকা নিজকার্য্য সাধন করিবার জন্য সকল ক্লেশ সহ্য করিতে প্রস্তুত। আর আমি কি করিতেছি? আমি কি কখন নিজ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিয়াছি? আমি জীবন দুর্ব্বহ ভাবিয়া কেবল কাঁদিয়াছি, কেবল মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, কিন্তু এ জীবন ধীরত্ব-সহকারে বহন করিতে কখন প্রস্তুত হই নাই। জীবন সংগ্রামে আমি ভগ্নোদ্যম পলায়িতের অনুকরণ করিতেছি। ধিক্ আমার জীবনে! অনিশ্চিত নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া অবস্থা-চক্রের আবর্ত্তনের সহিত কখন হাসিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। অধ্যবসায় কাহাকে বলে জানিলাম না। কর্ত্তব্য সাধন করিতে মুহূর্ত্তকাল চেষ্টা পাইলাম না। কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকিলে স্বতঃই সাহসের সঞ্চার হইয়া থাকে, আমার সে জ্ঞান কোথায়! বালিকা আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, আমি আজিও তাহা সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা করিতেছি। সখি! আমরা এই শিক্ষা যেন চিরদিন স্মরণ রাখিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

আমেরিকার আবিষ্কার।

(১৯৫ সংখ্যা, ৩৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

ক্রমে লোকের সাহস বাড়িতে লাগিল; এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে স্পেনীয়গণ কানেরি-দ্বীপপুঞ্জে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিরূপে তাহারা এই দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহার কোন ইতিহাস

Smp 3867 M-26/8/57

পাওয়া যায় না। যাহা হউক ইহার দক্ষিণে এ পর্য্যন্ত কেহ সাহস করিয়া যাইতে পারে নাই।

অবশেষে ইউরোপের একটী সামান্য দেশের অধিবাসীদের চেষ্টায় এত দিনের অভাব পূর্ণ হইল। ইউরোপীয় দেশ সমূহের মধ্যে, কি ধনে, কি ক্ষমতায়, কি পরিসরে পর্টুগাল অতি সামান্য দেশ; কিন্তু এই পর্টুগালের চেষ্টায় ও যত্নে দেশাবিষ্কার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হয়। এই দেশের লোকেরাই প্রথমে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, ইহাদেরই দৃষ্টান্তে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণের হৃদয়ে আবিষ্কার-বাসনা ও কৌতূহল প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে এবং এই সকল ঘটনা-স্রোতের মধ্যে পড়িয়াই সেই মহাত্মার জীবন গঠিত হয়, যাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় গুণে নূতন মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জন্য পর্টুগালের তখনকার অবস্থার বিষয় এই স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক।

যে সময়ের বিষয় বলা যাইতেছে, তখন পর্টুগীজগণ, মুসলমানদিগকে সমরে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে পর্টুগাল হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই সিংহাসন লইয়া একটী তুমুল গৃহ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সকল যুদ্ধ ব্যাপার নিবন্ধন পর্টুগীজদের সাহস ও ক্ষমতার বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। কিন্তু পর্টুগালের স্থলপথ পরাক্রান্ত স্পেনরাজ্য কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া থাকাতে, পর্টুগীজদের ক্ষমতা সে পথে বিশেষ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং সমুদ্রতীরস্থ দেশ বলিয়া তাহাদের সমুদায় উদ্যম সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাপার প্রভৃতির দিকে পরিচালিত হইল। পর্টুগালের রাজা প্রথম জন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার প্রজাবর্গকে কোন কার্য্যে ব্যস্ত রাখিতে না পারিলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই জন্য তিনি বহুসংখ্যক অর্ণবপোত সংগ্রহ করিয়া, বার্ব্বরি দেশ হইতে মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য তথায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন; এবং কতকগুলি পোত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ দেশ সকলের আবিষ্কারে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে সামান্যভাবে যে কার্য্যের সূত্রপাত হইল, তাহা হইতেই ক্রমে সমস্ত পৃথ্বীতল মনুষ্য সমাজের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

কিন্তু যখন এই সকল পোত আবিষ্কার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনও ইউরোপীয়গণ সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। আফ্রিকা পর্টুগালের নিকটবর্ত্তী হইলেও পর্টুগীজগণ এপর্য্যন্ত নন্ অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সাহসী হয় নাই। এত দিন লোকে মনে করিত যে এই অন্তরীপের অপর পার্শ্বে যাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া সাহস বাড়িতে লাগিল। চারিদিকে জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও ভূগোল-শাস্ত্রের আলোচনা হইতে লাগিল। জনের প্রেরিত পোত সকল নন্ অন্তরীপ ছাড়াইয়া বোজাডর অন্তরীপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই অন্তরীপের উচ্চ পর্ব্বতরাজী আটলাণ্টিকের অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত দেখিয়া নাবিকগণ ভীত হইয়া লিসবনে ফিরিয়া আসিল। যদিও ইহারা অধিক দূর যাইতে পারে নাই, তথাপি এই ঘটনায় লোকের কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠিল; এতদ্ভিন্ন বার্ব্বরির যুদ্ধযাত্রা সুফলপ্রদ হওয়াতে তাহাদের উৎসাহ আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে জনের চতুর্থ পুত্র হেনরি নূতন দেশ আবিষ্কার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গে বার্ব্বরিতে গিয়া বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ভূগোলশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং এই শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছিল যে আফ্রিকার উপকূল অবলম্বন করিয়া যাইতে পারিলে অনেক নূতন ও সমৃদ্ধিশালী দেশ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। সর্ব্বদা যাহাতে এই বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে এই কারণে তিনি সেণ্টভিন্সেণ্ট অন্তরীপের নিকট এমন একটী স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, যেখান হইতে প্রশস্ত আটলাণ্টিক মহাসাগর সর্ব্বদা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিত তাঁহার সাহায্যের জন্য একত্রিত হইলেন। এতদ্ভিন্ন নানা দেশীয় লোকদিগের নিকট হইতে তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সাধুতা ও উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার অভিপ্রায়ের পোষকতা করিতে লাগিলেন এবং সাধ্যমতে তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন;

প্রথমবারে তিনি তাঁহার দুইজন কর্ম্মচারীকে একখানি মাত্র জাহাজের কর্ত্তৃত্ব ভার দিয়া বলিলেন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ ভিমুখে অগ্রসর হইবে। তাঁহারা প্রচলিত প্রথানুসারে আফ্রিকার উপকূল ধরিয়া যাইতেছিলেন। যদি সমস্ত পথ এইভাবে যাইতে হইত, তাহা হইলে কষ্টের আর পরিসীমা থাকিত না। এই সময়ে সহসা বাত্যাবেগে তাহাদিগের পোত উপকূল হইতে দূরে তাড়িত হইল; তাঁহারাও জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে অবশেষে তাঁহারা একটী অজ্ঞাতপূর্ব্ব ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপকে তাঁহারা পোর্টোসান্টো নামে অভিহিত করিলেন। কিন্তু এই নূতন দ্বীপটীর আবিষ্কার সে সময়ের পক্ষে এত মূল্যবান বোধ হইল, যে তাঁহারা আর অধিকদূর অগ্রসর না হইয়া তাঁহাদের প্রভুকে সংবাদ দিবার জন্য পর্টুগালে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনিও তাহাদিগের বিশেষ প্রশংসা ও সমাদর করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই ঘটনায় উৎসাহিত হইয়া পর বৎসর হেনরি তাঁহাদিগেরই অধীনে তিনখানি জলযান প্রেরণ করিলেন এবং পোর্টোসান্টো অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। পোর্টোসান্টো অধিকার করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিতে করিতে তাঁহাদের বোধ হইল দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি-নিরোধক রেখার নিকট কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কোন পদার্থ দেখা যাইতেছে, অথচ মেঘের ন্যায় কোন পরিবর্ত্তন তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমে তাঁহারা অনুমান করিলেন যে উহা স্থল হইতে পারে এবং তদনুসারে সেই দিকে যাত্রা করিয়া তাঁহারা একটী জনশূন্য অরণ্যময় প্রশস্ত দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপ মেডিরা নামে অভিহিত হইল। হেনরি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেখানে বাস করিবার জন্য কতকগুলি পর্টুগীজকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তথায় রোপণের জন্য ইউরোপীয় নানাপ্রকার বীজ ও বৃক্ষ এবং দ্রাক্ষা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশ-সুলভ বৃক্ষের শাখা প্রেরণ করিলেন এবং এই উপায়ে মেডিরাতে যে সকল দ্রব্যজাত উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহাতে পর্টুগালের বাণিজ্যেরও সাহায্য হইতে লাগিল। এই সকল সুবিধা হওয়াতে ক্রমে লোকের মনে আশা হইতে লাগিল, যে এই সকল নূতন দেশের আবিষ্কার নিতান্ত

নিষ্ফল হইবে না। এদিকে ক্রমে যত দূরে পোত সকল গমনাগমন করিতে লাগিল, ততই পর্টুগীজদের সাহস ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহারা ক্রমে উপকূল হইতে দূরে যাইতে সাহসী হইল এবং এইরূপে তাহারা শীঘ্রই বোজাডর অন্তরীপ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল। তখন তাহারা দেখিতে পাইল, যে আফ্রিকার সুদীর্ঘ উপকূলভাগ ক্রমাগত আটলাণ্টিকের তরঙ্গমালা দ্বারা প্রক্ষালিত হইতেছে; ক্রমে তাহারও কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইল, এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর্ত্তুগীজ পোত সকল সেনিগাল নদী ও বর্ড অন্তরীপ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সমর্থ হইল।



ফেমিঙ্গো পক্ষী।

ফ্লামিঙ্গো পক্ষী।

অপর পৃষ্ঠে যে পক্ষীর ছবি চিত্রিত হইল, ইহা এক বৃহৎ জাতীয় জলচর, উচ্চতায় ৪ ফিট অর্থাৎ প্রায় মনুষ্যের সমান। ইহা আসিয়া, আফ্রিকা, এবং আমেরিকার উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করে। ইহার শরীরের বর্ণ পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য। প্রথম বৎসরে ইহার শরীরের বর্ণ ধূসর থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে উজ্জলতর শুভ্রবর্ণ হয় এবং পাখা গোলাপী রঙের চিহ্নে অঙ্কিত হয়, তৃতীয় বৎসরে ইহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়, তখন পক্ষদ্বয় গোলাপী, পৃষ্ঠদেশ ঘোরাল লোহিত এবং কুইলের পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষীর বয়স যত বৃদ্ধি হয়, ততই এই বর্ণ সকল গাঢ়তর হয়। ইহার গ্রীবা সরু অথচ অত্যান্ত দীর্ঘ, প্রায় ২ ফুট হইয়া থাকে। ইহার পাদদ্বয়ও গ্রীবার ন্যায় দীর্ঘাকার। ইহার মস্তক ক্ষুদ্র এবং গোল, তৎসঙ্গে ৭ বুরুল লম্বা চঞ্চু সংযুক্ত আছে। উহা উচ্চ, লঘু এবং ফাঁপা, মধ্যস্থল হইতে এমনি বক্র হইয়াছে, যেন ভাঙ্গিয়া দুভাগ হইয়াছে। ইহার নীচের চঞ্চু বৃহত্তর, তাহার নীচের দিক্ অধিক বক্র। উভয় চঞ্চুর ধার করাতের মত। হাঁসের মুখের ভিতর যেমন পাতলা চামড়া আছে, ইহার চঞ্চুর নীচে সেইরূপ আছে। ইহাতে জলে চরিতে চরিতে যাহা গ্রাস করে, তাহাহইতে জল সরাইয়া ফেলিয়া খাদ্যটী মুখে সংগ্রহ করিতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য এবং জলীয় কীট ইহার খাদ্য। ইহার ঘাড় লম্বা থাকাতে আহারান্বেষণের সময় জলের মধ্যে তাহা এমন বক্র করিয়া দেয়, যে উপরের চঞ্চু নিম্নে এবং নীচের চঞ্চু উপর দিকে থাকে, উপরের চঞ্চুদিয়া মাটী ঘোলাইয়া আহার সংগ্রহ করে। ইহার জিহ্বা বৃহৎ ও মাংসল, তাহার আস্বাদন শক্তি তীক্ষ্ণ। এই পক্ষীর ডিম্ব শ্বেত বর্ণ এবং রাজহংসীর ডিম্ব অপেক্ষা বৃহৎ। ফ্লামিঙ্গো অতি আশ্চর্য্য কৌশলে এই ডিম্বে তা দিয়া থাকে। ইহার পা অতি দীর্ঘ হওয়াতে বসিতে পারে না, সচরাচর প্রায় এক পায় দাঁড়াইয়া থাকে। দাঁড়াইয়া তা দিবার উপায় না হইলে আর ইহার ডিম ফুটাইবার সুবিধা হয়, না এই জন্য ফ্লামিঙ্গো মকাকার মাটীর বাসা প্রস্তুত করে, তাহার গহ্বর উপর দিকে

থাকে। পক্ষী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তদুপরিস্থ ডিম্বের উপর উদর রাখিয়া তাহার উত্তাপে ডিম ফুটাইয়া থাকে। করুণাময় জগদীশ্বরের কি করুণা, যেখানে যেরূপ আবশ্যক, সেখানে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান কৌশল।

১। দুই ঠাণ্ডা তরল পদার্থ মিশিয়া কেমন গরম হয়। একটী সিসিতে দুই ভাগ সলফিউরিক আসিড বা গন্ধক দ্রাবক এবং এক ভাগ জল ঢাল এবং সিসিটী কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক, মিশ্রিত দ্রব্যটী তৎক্ষণাৎ গরম হইয়া উঠিবে; জল ফুটিলে তাপের পরিমাণ যত হয়, ইহাতেও তত হইবে।

২য়। দুই ঘন পদার্থ যোগে তাপ উৎপন্ন হয়। (নাইট্রেট অব কপার) এক বা দুই ডেলা লইয়া গুঁড়া করিয়া জল দিয়া ভিজাও এবং পরে একটী টিনের পাতের ভিতর করিয়া শীঘ্র শীঘ্র গুটাইয়া ফেল, আধ মিনিট বা এক মিনিটের মধ্যে দেখিবে টিনের পাত হইতে ধোঁয়া উঠিবে, তৎপরে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে এবং একটী শব্দ করিয়া ফাটিয়া যাইবে। গুঁড়া না ভিজাইলে তাপের উৎপত্তি হয় না।

৩। বায়ু সংলগ্ন হইলে এক প্রকার গুঁড়া জ্বলিয়া উঠে। একটী শক্ত অথচ তেলা নূতন ভাঁড়ে ৴১০ দেড় ছটাক পাহাড়ে ফটকিরী এবং আধ ছটাক মধু বা চিনি ফেলিয়া দেও। এই ভাঁড়টী আগুণ তাতে রাখিয়া তন্মধ্যস্থ পদার্থ যতক্ষণ না শুষ্ক হয়, ক্রমাগত তাহা নাড়িতে থাক। পরে ওই গুঁড়া একটা লম্বামুখ বোতলে পূরিয়া ঐ বোতল একটী আগুণ মালসায় রাখ, এই মালসা ছাঁকা বালীতে পূর্ণ করিয়া তাহার চারিদিকে জ্বলন্ত অঙ্গার প্রজ্বলিত কর। বোতল ৭।৮ মিনিট আগুণে থাকিয়া যখন তাহা হইতে আর বাষ্প উঠিতেছে না দেখিবে, তখন তাহা সরাইয়া লইয়া একটী ছিপি দিয়া বন্ধ কর। এই বোতল শীতল হইলে গুঁড়া ছোট ছোট বোতলে ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখ। এই বোতল খুলিয়া তাহা হইতে কিছু গুঁড়া একখণ্ড কাগজে বা অন্য দাহ্য বস্তুর উপর রাখিলে ইহা প্রথমে নীল, পরে পাটল বর্ণ হইবে এবং কাগজ বা সেই দাহ্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

বিবী নাইটকে বিদায় দান।

গত ৩রা মার্চ্চ বেণিয়াটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে সিটীকলেজগৃহে বিবী-নাইটের সম্বর্দ্ধনার জন্য বঙ্গমহিলা সমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে অনেকগুলি বঙ্গীয় এবং কয়েকটী ইংরাজ পুরুষ ও রমণী উপস্থিত ছিলেন। সভ্যগণ বিবী নাইটকে দেশীয় উৎকৃষ্ট প্রস্তর নির্ম্মিত এক প্রস্ত বাসন এবং স্বহস্ত প্রস্তুত দেশীয় নানাবিধ মিষ্টান্ন উপহার দেন। সভাপতি শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু সময়োচিত বক্তৃতা দ্বারা বিবীনাইটের গুণব্যাখ্যা ও তাহার সম্ভাবিত বিচ্ছেদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সম্পাদিকা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু নিম্নলিখিত অভিনন্দন এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন। বিবীর স্মরণার্থ দুইটী উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, কয়েকটী সভ্য তাহা অতি সুললিতস্বরে গান করেন। বিবী-নাইট অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দিবার সময় অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালী ও ইংরাজ হৃদয়ের বিনিময় ও সম্মিলনের এরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য আমরা আর কখন দেখি নাই।

অভিনন্দন।

মান্যতমা

শ্রীযুক্তা বিবী, জে, বি, নাইট, মহোদয়া করকমলেষু।

আর্য্যে!

আপনার স্বদেশ প্রতিগমনোপলক্ষে বঙ্গমহিলা সমাজের সভ্যগণ অদ্য আপনার প্রতি তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য একত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা আপনার নিকট যে উপকার ঋণে আবদ্ধ আছেন, তাহা পরিশোধ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই সমাজের প্রথম সংস্থাপনাবধি আপনি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিয়া আসিতেছেন। নিজে উপস্থিত থাকিয়া, সদুপদেশ প্রদান করিয়া এবং অর্থ সাহায্য দান প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে আপনি সভার যথেষ্ট উপকার, এবং সভ্যাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত আপনি আমাদের

সকল কার্য্যে যোগ দান করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনের উৎসাহানল ও আনন্দ স্রোত প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

আপনার ভারত পরিত্যাগে এই সভা একজন বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিণী বন্ধু হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন। আপনি যে শুদ্ধ নিজে এই দুর্ব্বল সভাকে স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু আপনার স্বদেশীয়া ভগিনীগণের যাহাতে ইহার প্রতি মমতা হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন এবং সভা এক্ষণে আনন্দের সহিত বলিতে পারেন যে আপনার সে চেষ্টা অনেকাংশে ফলবতী হইয়াছে। আপনি স্বদেশ গমন করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব বটে, কিন্তু আপনাকে একেবারে হারাইব না; কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি স্বদেশ প্রত্যাগমন করিলেও আমাদের মঙ্গল সাধনে কখন ক্ষান্ত থাকিবেন না। আপনি যে বঙ্গবালাদিগের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য এত বৎসর প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাদিগকে কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যে বঙ্গদেশীয়া ভগিনীগনের হীনাবস্থা দেখিয়া আপনার স্বাভাবিক কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে, আপনার হৃদয় হইতে কখন মহাদেশ ও মহাসাগর ব্যবধান বশতঃ তাহাদের মুর্ত্তি মুছিয়া যাইবে না।

ঈশ্বরের নিকট আমাদের আন্তরিক প্রর্থনা এই যে তিনি রক্ষক হইয়া নিরাপদে স্বামি-পুত্র সহ আপনাকে স্বদেশে লইয়া যাউন; আপনি স্বদেশে উত্তীর্ণ হইয়া বন্ধু বান্ধবদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করুন; এবং দীর্ঘজীবিনী হইয়া পরম সুখে দিন যাপন করুন।

একান্ত বশম্বদ।

বঙ্গমহিলা সমাজ, কলিকাতা—৩রা মার্চ্চ ১৮৮১।

শ্রীকাদম্বিনী বসু
শ্রীকৈলাস কামিনী দত্ত } সম্পাদিকা।
শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু সভাপতি।
ইত্যাদি।

অভিনন্দনের ইংরাজী অনুবাদ।

"Dear Madam,—This day, the members of the Bengali Ladies' Association have met together to offer you their heart-felt gratitude on the eve of your departure from India. We are unable to repay the debt of obligation you have laid us under. From the time this

Association was established, you have been taking special interest in its welfare. You have materially helped this Association by your presence, advice, and pecuniary aid, as well as, promoted its objects by various other means. The readiness with which you have joined in all our proceedings, and the sympathy you have always manifested on them, have stimulated our energies, and gladdened our hearts.

On your departure from India, the Association will be deprived of the presence of one of its best and warmest friends. You not only looked upon this Association with an affectionate eye yourself, but tried your best to make other sisters of your native country interested in its welfare; and the Association is happy to say that in this attempt you have succeeded to a great extent. Though we are great losers by your leaving this country for your native land, yet our hope is that we will not altogether be deprived of your help; for our conviction is strong that you will not cease to look after the interests of this Association, even when you are in England. From what we have seen of you, it is improbable that you will ever forget the women of Bengal for whose benefit and improvement you have been trying for so many years; that the images of those sisters of Bengal whose deplorable condition has touched your tender heart can ever be obliterated from your memory, though continents and seas shall intervene between you and them.

Our heart-felt prayer is, may God be a constant guard of you and yours in the future; and may He grant you a safe voyage home. In bidding you farewell, we wish you a long, happy, useful, and prosperous career at home."

বিবী নাইটের প্রত্যুত্তর ।

"Ladies,—The kind words and loving wishes you have been good enough to address to me recall some lines by one of our English Poets. I will quote them because they forcibly express my own feeling at this moment. The Poet says :—

> "I've heard of hearts unkind, kind deeds,
> With coldness still returning;
> Alas! the gratitude of men,
> Hath oftener left me mourning."

When I listen to thanks for what I have done, my regret and self-reproach are deepened that I have not done more. I regret bitterly that I did not learn your language when I was going, and could have hoped to attain the power of fluent speech. My excuse is that for half of my Indian life I was an invalid, and did not dream that I should ever be able to lead a more active life. Therefore, when the strength and the opportunity came, I was not qualified to use them, and it was too late to become so. This has greatly limited my usefulness and my enjoyment of your society.

Nevertheless I rejoice to feel that my hearty good will has made itself manifest.

It is true that I have felt a keen interest in your Association, of which I am proud to be a member, from its first initiation. I rejoice in and congratulate you upon the progress it has made. If that progress has been less rapid than some of your advisers desire, I believe it to be thoroughly sound, and I think you have shewn great judgment in waiting, until you could carry with you the hearty assent of the large majority of your members.

I must always continue to feel a vivid interest in the Association, with a very keen regret that I can no longer be present at its meetings which I have so much enjoyed. I hope that some members will correspond with me that I may feel that the bond between us is not broken by absence. I hope also to see the works issued by the Society.

I leave India with a heavy heart; it has been to me a happy home for many years, and could I choose my lot, I would stay among its people.

As it is, your images will indeed be constantly with me, and my happiest hours those in which I can be of service to the friends I leave here, struggling so bravely to help each other forward.

Other English ladies do feel a friendly interest in your efforts, and would gladly help, if they saw the way. I confidently hope that each year will see marked progress in your Association, and in your friendly relations with English women.

I shall cherish the hope, that in the course of years I may be permitted once more to visit this land, and that in the meantime you will point out to me every way in which I can be of service in that far Country.

I thank you for your loving wishes for our safe voyage and for our future welfare—wishes that, I may say for Mr. Knight as well as for myself, we heartily reciprocate towards all."

নূতন সংবাদ।

১। রেঙ্গুণে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণতর। সম্প্রতি মনুষ্য গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে তথায় ১৯,৯০০ পুরুষ ও ১২,০১৫ স্ত্রীলোক আছে।

২। পটিয়া স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু জগবন্ধু চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মুক্তকেশী চৌধুরাণী চট্টগ্রাম বালিকা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। পোর্টুগাল গবর্ণমেণ্ট ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্ত্রী দিগের বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য একটী আইন করিয়াছেন। ইহারা সচরাচর দরিদ্র যুবক দেখিয়া বিবাহ করিতেন, তাহাতে অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটিত।

৪। রুসিয়ার হত সম্রাট ২য় আলেক্‌জাণ্ডারের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র ৩য় আলেক্‌জাণ্ডার নূতন জার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। নিহিলিষ্ট নামক সম্প্রদায় ইহাঁরও প্রাণ বিনাশের ভয় প্রদর্শন করিতেছে।

৫। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ভাগলপুরের জমীদার সারদারী লাল বঙ্গমহিলা সমাজের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে মাসিক ১০৲ দশটাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন। ভিন্নপ্রদেশীয় এক ব্যক্তির বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজের উন্নতি জন্য এপ্রকার সহার্য্য দান যার পর নাই উৎসাহকর।

৬। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজমন্ত্রী ডিসরেলী বা লর্ড বিকন্স কিন্তু গত ১৯এ এপ্রেল ৭৭ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

৭। গত চৈত্র মাসে কোন্নগর নিবাসী বাবু শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে তত্রত্য গঙ্গায় কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ঘাট নামে একটী ঘাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

৮। আমারা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বামাবোধিনীর সহিত বিনিময়ে নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্র সকল প্রাপ্ত হইতেছি।

(1) Brahmo Public Opinion, (2) The Indian Christian Herold, (3) The East.

(১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, (২) তত্ত্ব কৌমুদী, (৩) আর্য্যদর্শন, (৪) বান্ধব (৫) ভারতী, (৬) পরিচারিকা, (৭) খৃষ্টীয় মহিলা, (৮) আর্য্যদর্পন, (৯) সাধারণী, (১০) এডুকেশন গেজেট, (১১) ভারতমিহীর, (১২) মেদিনী, (১৩) গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা, (১৪) প্রভাতী।

বামাগণের রচনা।

নব বর্ষ।

মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় একটী বর্ষ অতিবাহিত হইয়া আর একটী বর্ষ নূতন সমাগত হইল। পৃথিবী নব বর্ষের সহিত নববেশে সজ্জিত হইয়া মানবমণ্ডলীর চিত্ত বিমোহিত করিল। যেমন জগদীশ্বর বিশ্বকে নববেশে সজ্জিত করিলেন, সেইরূপ নর-নারীর হৃদয়কেও নবভাবে পূর্ণ ও নব উৎসাহে উৎসাহিত করিতেছেন।

কাল অসীম-কালের কেহ ইয়ত্তা করিয়া উঠিতে পারে না।

কালের অনন্ত গতি ও আশ্চর্য্য নিয়ম। কত মাস, বৎসর ও যুগ চলিয়া গেল, কালস্রোত মহাকালে মিশাইল, তথাপি ত কালের শেষ হইল না।

বৎসরের প্রারম্ভে যত ব্যবসায়ী ধনী নির্ধন সকলেই ব্যস্ত, তাহারা সময় উত্তমরূপে যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা এ সমুদয়ের মূল্য বুঝুক না বঝুক, বৎসর বৎসর আপনাপন অবলম্বিত কার্য্য দ্বারা সময়কে লাভজনক করিবার চেষ্টা করে, ইচ্ছা করিয়া এক দিনও অলস থাকে না। কিন্তু বঙ্গীয় ভগিনীগণ কি সময়কে বৃথামোদ দ্বারা অতিবাহিত করেন না? তাঁহারা কি জানেন না, সময় লইয়াই আমাদের জীবন, সময়কে অপব্যয় করিলে ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন এবং ঈশ্বরকে অবমাননা করা হয়? অতএব ভগিনীগণ সাবধান! যেন সময়ের অপব্যয় না হয় যিনি সময়কে সুব্যবহার করিতে পারেন, তিনি জগদীশ্বরের নিকট আদরণীয় ও লোকের নিকট প্রশংসনীয় হইতে পারেন।

প্রিয় ভগিনীগণ! নিশ্চয় জানিবেন যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষদিগের ন্যায় আপনারা প্রকৃতরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমভাগিনী না হইবেন, ততদিন গৃহের, পরিবারের, আপনার, ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল কখনই হইবে না। যতদিন আপনাদের হৃদয় হইতে কুসংস্কার অন্ধকার তিরোহিত না হইবে, ততদিন সমাজে জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিবে না। যে পর্য্যন্ত আপনারা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে না শিখিবেন, সে পর্য্যন্ত আপনাদিগের কি অপরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবেন না।

হে জগদীশ্বর! তোমার দুঃখিনী কন্যাগণকে বিশেষ ভিক্ষা দান কর। যাহাতে আমরা সকলে প্রত্যহ তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে তোমার স্বর্গীয় বলে বলীয়ান কর। আমরা যেন এই নববর্ষ নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারি, আমরা আলস্য, মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ও কুসংসর্গের দিকে না যাই। সৎপ্রতিজ্ঞা অবলম্বন করি। যাহাতে সৎপথে থাকিয়া তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে এবং ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি নাথ সেই প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার শুভ ইচ্ছা আমাদিগের জীবনে সম্পন্ন হউক।

শ্রীহেমলতা রায়।

১৮

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৭ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮—জুন ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা নগরে কুমারী লেসলী এবং আর কয়েকটী উদারচিত্ত খ্রীষ্টীয় রমণী মদ্যপায়ীদিগের উদ্ধারের জন্য যেরূপ অসাধারণ যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন, তাহা অনেকে অবগত আছেন। তাঁহারা মদের দোকান হইতে অনেক মাতালকে ফিরাইয়াছেন এবং অনেক বদ্ধ মাতালকে সেবা শুশ্রূষা ও ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা মিতাচারী করিয়াছেন। ইহাঁরা মদ্যপায়ীদিগের জন্য একটী আরোগ্যশালা স্থাপন করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এই শুভকার্য্য স্থগিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই উপলক্ষে কুমারী লেসলী যেরূপ বাক্যে মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি:—

"মাতালদের মত এত প্রলোভন আর কাহারও নাই। প্রত্যেক রাজপথের মোড়ে মোড়ে মদের দোকান। আরোগ্যশালার লোক অনেকগুলি মদের দোকান পার না হইয়া কোন ধর্ম্মমন্দির বা উপাসনালয়ে যাইতে পারে না। আরোগ্যশালা এবং ডাক্তার থোবরণের গির্জার মধ্যে অল্প ব্যবধান, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনটী মদ্যালয়। সহরের ব্যবসায় কার্য্যস্থলে যাইতে হইলে ১০।১২ টী দোকান চক্ষে পড়ে। প্রত্যেক পদবিক্ষেপে যখন শত্রু এইরূপ আক্রমণার্থ প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং মনের ভিতরে এরূপ প্রবল পানস্পৃহা রহিয়াছে যে অল্প কালের

চেষ্টায় তাহা দমন হয় না, তখন কেহ যদি পদস্খলিত হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সংবাদ পত্রে দেখিলাম সহরে এত মদের দোকানের ছড়াছড়ি থাকিতেও গবর্ণমেণ্ট আর ৫৫ টা দোকান খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা কি ভয়ঙ্কর সংবাদ নয়? কলঙ্কের আর ৫৫ টা গহ্বর, অপরাধী প্রস্তুত করিবার আর ৫৫ টা কারখানা, পাপ ও দুঃখস্রোত প্রমুক্ত করিবার জন্য আর ৫৫ টা প্রস্রবণ! কর্তৃপক্ষ যে অনিষ্ট করিতেছেন, কি করিলে তৎপ্রতি তাঁহাদিগের চক্ষু উন্মীলিত হয়! তাঁহারা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেছেন সত্য, কিন্তু কত ব্যয়ে? এরূপ উপায়ে যে লাভ হইতেছে, তাহা কি জেল, হাঁসপাতাল, বাতুলালয় ও পুলিসের বর্দ্ধিত ব্যয়ে নিঃশেষিত হইতেছে না!"

এরূপ আক্ষেপোক্তিতে গবর্ণমেণ্টের চৈতন্যোদয় না হউক, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই যে ব্যথিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাভাবে কুমারী পেসলীর শুভ অনুষ্ঠানটী ব্যর্থ হয়, ইহা অত্যন্ত শোচনীয়। দানশীলা মহিলা ও মহোদয়গণ এই কার্য্যের সহায়তা করিয়া আপনাদিগের অর্থের সার্থকতা সাধন করুন্।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ইউরোপীয় ও ইউরেসীয় মহিলাদিগকে ধাত্রীবিদ্যায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছে। ছয় জন শিক্ষার্থিনী ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া শিক্ষা লাভ করিবেন। ইহা অতি সৎপ্রস্তাব। চিকিৎসালয়ের জন্য এবং ভদ্রমহিলাগণের পীড়ায় চিকিৎসার জন্য শিক্ষিতা ধাত্রীর বিশেষ প্রয়োজন। মেডিকাল কলেজে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করাতে কয়েকটী রমণী তাহাতে প্রবেশ করিয়া সুখ্যাতিপত্র লইয়া বাহির হইয়াছেন এবং সমাজের উপকার ও আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি। কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষগণকে এই উপলক্ষে বক্তব্য যে যদি তাঁহারা ভদ্র স্ত্রীলোকগণকে ধাত্রীরূপে শিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার উপযোগী অনেকগুলি ব্যবস্থা করা কর্তব্য। অধিক বৃত্তি দেওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগের সম্ভ্রম রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করা কর্তব্য।

মান্দ্রাজে একজন বক্তা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের বিধবাদিগের সংখ্যা ৬০ লক্ষ, ইহাঁরা কঠোর দেশাচারের অধীন

হইয়া পুনরুদ্বাহে অনধিকারিণী হইয়া রহিয়াছেন। বক্তা কতদূর ঠিক্ করিয়া এই গণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ভদ্রলোকদিগের গৃহে ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্কা বিধবার সংখ্যা যে ইহা অপেক্ষা বড় অল্প হইবে না ইহা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা হইলে এক কোটীর অধিক রমণী বৈধব্য যন্ত্রণার ক্লেশ এবং বাল্যবিবাহের ফলভোগ করিতেছেন বলা যায়। সমাজ সংস্কারকগণ এই চিত্রপট সমক্ষে রাখিয়া দারুণ দেশাচারের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন, নতুবা বিশেষ ফলোদয় হইবে না।

কাফ্রি রমণী এমেণ্ডা স্মিথের নাম পাঠিকাগণ শুনিয়া থাকিবেন। ইনি ২। ৩ বৎসর পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় আসিয়া আপনার প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও অনর্গল ইংরাজী বক্তৃতায় সহস্র সহস্র লোককে মোহিত করিয়া যান। কিছুদিন হইল তিনি পুনরায় এখানে আসিয়া গির্জ্জায় উপাসনা এবং খোলা মাঠে বক্তৃতাদি করিয়া শ্রোতৃবর্গকে ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত ও আনন্দিত করিয়াছেন। ইনি এবার ধর্ম্মপ্রচারার্থ স্বদেশে যাইতেছেন। যে রমণী পৃথিবীর অসভ্যতম জাতি হইতে উৎপন্ন এবং কিছুকাল পূর্ব্বে ক্রীতদাসের অবস্থায় ছিলেন, তাঁহাদ্বারা যখন এরূপ কার্য্য হইতেছে, তখন ঈশ্বরকৃপায় অসম্ভব কিছুই নাই। আমাদিগের দেশের ভগিনীগণ আশাপূর্ণ হৃদয়ে জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হউন্, ঈশ্বর সফলতা বিধান করিবেন।

তুমি আমাদের কে ?

ঐ যে তুমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে চারিদিকে অযুত কিরণমালা বিকীর্ণ করিয়া দেখা দাও, আবার সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর মুখ অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাও, তোমার নাম কি এবং তুমি আমাদের কে ? তোমার সহিত আমাদের এমন কি গূঢ় সম্বন্ধ আছে; যে তুমি আকাশে দেখা দিলেই সমস্ত প্রকৃতি হাসিতে থাকে। নরনারী পশুপক্ষী সকলে আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া

নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; আবার তুমি চলিয়া গেলেই পৃথিবীর মুখ মলিন হইয়া যায়, সকল জীবজন্তু আপনাদের কার্য্য হইতে বিরত হয় ও নিদ্রা আসিয়া সকলকে মৃতবৎ করিয়া ফেলে? এই যে গ্রীষ্মে প্রাণ ছটফট করিতেছে, তবুও তুমি না থাকিলে চলেনা, ইহার তাৎপর্য্য কি?

"আমার নাম সূর্য্য; আমার আরও অনেক নাম আছে—দিনকর, দিবাকর, প্রভাকর, রবি, ভানু, আদিত্য, অংশুমালী। আমার আরও কত নাম আছে। এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকে। সেকালের লোকে আমাকে দেবতা মনে করিয়া আমার পূজা করিত; এখনও তোমাদের ভারতবর্ষের কত লোকে আমাকে পূজা করে, সংস্কৃতভাষায় আমাকে স্তব করে, আমাকে নমস্কার করে। আমি কিন্তু জানি আমি কি; আমি জানি আমি দেবতা নই; আমার সাধ্য কি পরমেশ্বরের আসনে বসি? আমি তাঁহার এই অসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে একটী ক্ষুদ্র বালুকাকণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর; আমার মত শত শত কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে অবিরত ঘুরিতেছে; তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার আমার অপেক্ষা অনেক গুণে বড়। তোমাদের এই পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ হাজার ক্রোশ, তাহাতেই তোমাদের অহঙ্কার ধরে না! আমাকে ভাঙ্গিলে তাহার মত বার লক্ষ পঁচিশহাজার পৃথিবী গড়িয়াও যে মাল মসলা পড়িয়া থাকে, তাহাতে আরও তেতাল্লিশটা পৃথিবী প্রস্তুত হইতে পারে! আমি যে এত বড়, আমার চেয়ে বড় বড় কত সূর্য্য আছে; তাহাদের সঙ্গে আবার পৃথিবীর মত কত গ্রহ ও চন্দ্রের মত কত উপগ্রহ আছে; কেবল তাহা নয়, তাহারা এই সকল গ্রহ উপগ্রহ লইয়া অনন্ত আকাশ পথে চলিয়াছে! এখন একবার ভাব দেখি ব্যাপারটা কি? ইহার কাছে কি আমি দাঁড়াইতে পারি, না তোমাদের পৃথিবীর অহঙ্কার সাজে?"

"সে যাহউক এখন আমি তোমাদের কে, তাহা বলি শুন। তোমাদের পৃথিবী আমার শরীরের একটী অংশ মাত্র। মানুষে দূরবীক্ষণ নামে যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে, সেই যন্ত্র দিয়া দেখিলে, নক্ষত্র সকলের মাঝে মাঝে শাদা শাদা বাষ্পের মত একরূপ পদার্থ দেখা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা তাহাকে

"নেবুলা" বা বাষ্পপুঞ্জ বলেন। সেগুলি জড় পরমাণু মাত্র; অত্যন্ত উত্তাপ বলিয়া তাহারা বাষ্পাকারে অবস্থিতি করিতেছে। আমারও দশা সেকালে (শত শত কোটি বৎসর পূর্ব্বে) ঐরূপ ছিল। আমিও একটী প্রকাণ্ড বাষ্পপুঞ্জ ছিলাম; তখন তোমাদের পৃথিবীও ছিলনা, চন্দ্রও ছিল না। ক্রমে তাপের হ্রাস হওয়াতে ঐ বাষ্প ঘন হইতেছে; কিন্তু উত্তাপের বলে মধ্যে মধ্যে আমার কতক কতক অংশ কোটি কোটি ক্রোশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে তাহাদের উত্তাপ কমিয়া তাহাদের উপরিভাগ কঠিন হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সেই উত্তাপ এখনও নিঃশেষ হয় নাই। আমি ক্রমাগত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছি বলিয়া তাহারাও সেই গতি পাইয়াছে ও অবিরত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে। কেবল তা নয়; তাহারা আমাকে একেবারে ছাড়িতে পারে নাই; ছাড়িলে তাহাদের চলে না; আমিও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে দিইনা— জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছি; তোমাদের পৃথিবী তাহার মধ্যে একটী। আজিও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতি পৃথিবীর ভিতরের সেই উত্তাপের সাক্ষ্য দিতেছে। তবে উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়াছে বলিয়া তোমরা বাস করিতে পারিতেছ।"

"আমি আছি, তাই তোমরা বাঁচিয়া আছ। আমিত আগেই বলিয়াছি, তোমাদের পৃথিবীর উত্তাপ কমিতেছে; আমি না থাকিলে এতদিনে পৃথিবী এত শীতল হইয়া যাইত যে কোন জীব জন্তু তাহাতে বাস করিতে পারিত না, কোন প্রকারের বৃক্ষলতা জন্মিতে পারিত না। আমার উত্তাপ ও আলোক না থাকিলে, কোন শস্য জন্মিত না। তোমরা এই গ্রীষ্মকালে যখন ভাল ভাল বোম্বাই, ফজলি প্রভৃতি সুমিষ্ট আম খাইবে, তখন কি একবারও আমাকে মনে পড়িবে? নারিকেল, তরমুজ, লিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল যখন তোমাদের রসনাকে পরিতৃপ্ত করে, তখন কি একবারও তোমাদের মনে হয় যে আমি আছি বলিয়া তোমরা এত সুখভোগ করিতেছ?

"এই গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে যখন বড় কষ্ট হয়, তখন হয়ত মনে মনে,—মনে মনে কেন, প্রকাশ্যেও আমাকে কত গালি দেও, আমার উপর কত বিরক্তি

প্রকাশ কর। কিন্তু যখন পূর্ণিমার রাত্রে গঙ্গাতীরে একাকী অথবা পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হইয়া সুশীতল মলয় সমীরণ সেবন করিতে থাক, অথবা বৃক্ষ-পত্রের শর শর শব্দের সহিত, মারুতোত্থাপিত তরঙ্গমালার কল কল ধ্বনি মিশ্রিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হও, অথবা চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সেই তরঙ্গমালার উপর প্রতিফলিত হইয়া, সমস্ত নদীটী হীরক-খচিত তরল রজত সরিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে ও চারিদিক শুভ্র জ্যোৎস্না সংযোগে থপ্ থপ্ করিতেছে দেখিয়া তোমাদের হৃদয়ের ভাববেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তখন কি একবারও মনে কর যে আমি আছি তাই তোমাদের সম্মুখের নদীটী প্রবাহিত হইতেছে, আমি আছি তাই বায়ু বহিতেছে, আমার আলোক আছে তাই সুধাকর, সুধাকর করিয়া তোমাদের পার্থিব কবিগণ চন্দ্রের এত অহঙ্কার বাড়াইয়াছে? যাও; মানুষ বড় কৃতঘ্ন; আমি তোমাদের জন্য এত করিয়া খাটিয়া মরি, আর একবার আমার নামও কর না; চাঁদের প্রশংসা করিয়া কত কবিতা, কত শ্লোক! চাঁদকে লইয়া কত টানা-টানি! কবিগুলা যেন পাগল হইয়াছে! কেন? আমি কি বাণের জলে ভেসে এসেছি নাকি? চাঁদ তোমাদের কাছে অনেক দিন পরে পরে আসিয়া দেখা দেয় বলিয়া কি তাহার এত আদর? আর আমি প্রত্যহ দেখা দিই বলিয়া বুঝি পুরাতন হইয়া গিয়াছি? বেশ বিচার! কিন্তু তোমাদের কাছে আর কি আশা করা যায়? যিনি তোমাদিগকে দেহ প্রাণ মন সকল দিলেন, যিনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি কত শত প্রকারে তোমাদিগকে সুখী করিয়াছেন, যিনি তোমাদিগকে কত ভাল বাসেন, তাঁহাকেই তোমরা দিনান্তে একবার মনে কর না; আর আমি ত ছার জড়পিণ্ড, ভাল বাসিতে জানি না, কেবল খাটিয়া মরি; আমি কেমন করিয়া আশা করিব তোমরা আমার বিষয় ভাবিবে?

"তোমরা মনে করিতেছ আমি চাঁদের হিংসা করিতেছি, একটুও না; তোমরা তাহার যত প্রশংসা কর না, তাহাতে আমার গৌরব ব্যতীত অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই। পৃথিবীর মত চন্দ্রও আমার অংশ মাত্র; আমারই আলোকে তাহাকে এত সুন্দর দেখায়। আমি তাহার হিংসা করিব কেন? তবে কিনা তোমরা নাকি আমা হইতে কত উপকার

পাইতেছ তাহা একবারও ভাব না, তাই আমার মনে হয় যে তোমরা বড় কৃতঘ্ন। সেকালের লোকে আমাকে পূজা করিত; ছেলে মেয়েরা আমাকে মামা বলিত; এখন তোমাদের চক্ষু ফুটিতেছে; আমার সহিত এককালে সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিতে বসিয়াছ।"

"নিজের গৌরব করা উচিত নয়; তা আবার তোমরা যে রকমের লোক, তোমাদের কাছে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না, মনে করিবে নিজে সুখ্যাতি লইবার জন্য আপনাকে বাড়াইতেছি। তবে নাকি জিজ্ঞাসা করিলে আমি তোমাদের কে, আর কথাটা নাকি আরম্ভ করিয়া ফেলিয়াছি, শেষ না করিলে ভাল দেখায় না, তাই আমার যা বলিবার আছে বলিয়া যাই, তোমরা যাহা মনে করিতে হয় করিও। আর একটী কথা বলি; আমি প্রথমেই বলিয়াছি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি বালুকা-কণা অপেক্ষাও হীন; আমার যদি কিছু ক্ষমতা থাকে তাহাও পরমেশ্বরের দেওয়া; তবে আর আমার কিসের অহঙ্কার? আমার সুখ্যাতি পাইবার অধিকার কোথায়? আমার যদি কোন গুণ থাকে তাহাতে আমার স্রষ্টারই গৌরব বৃদ্ধি হইবে, আমার গৌরব কিসের? ভাল আমার ও আমার স্রষ্টার গৌরবের কথা থাক, আমি যখন তোমাদের সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি, তখন তোমাদেরই গৌরব বাড়াইয়া বলি, আমি তোমাদের ভৃত্য। বিনা বেতনে তোমাদের পাখাটানা বেহারা ও ভিস্তীর কাজ করিয়া থাকি, আজি তাহাই বুঝাইয়া দিব।"

"তখন বলিতেছিলাম, আমারই জন্য নদী প্রবাহিত হইতেছে, আমারই জন্য বায়ু বহিতেছে। কেন এমন কথা বলিলাম? গ্রীষ্মকালে যখন তোমরা মনে কর চারিদিক্ রৌদ্রে পুড়িয়া গেল, আমি তখন তোমাদের জন্য জল বাতাসের সংস্থান করি। যখন কোথাও ঘরে আগুন লাগে, তখন দেখিয়াছ চারিদিক হইতে বাতাস বহিতে থাকে। কেন এইরূপ হয় তাহা তোমরা জান। তবু আবার বলি; যেখানে আগুন লাগে সেখানকার বাতাস অগ্নির উত্তাপে পাতলা সুতরাং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়; আর তাহার স্থান অধিকার জন্য চারিদিক্ হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল ও ঘন বাতাস আসিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে আমি তোমাদের এই ভারতবর্ষকে বড় উত্তপ্ত

করিয়া দিই, তখন তাহার উপরের বাতাস হাল্কা হইয়া আকাশের উপর উঠিয়া যায়, সেই খালি স্থান পুরাইবার জন্য দক্ষিণ সমুদ্রের শীতল বায়ু ভারতবর্ষের দিকে বহিতে থাকে; তোমরা সেই বায়ু সেবন করিয়া কত আরাম পাও! তবু একবার মনে কর না যে আমি সেই বাতাস আনিয়া দিলাম। কেবল তোমাদের ভারতবর্ষে কেন, সকল দেশে ও সাগরে আমারই উদ্যোগে এইরূপ বায়ু বহিয়া থাকে? তাহাতে তোমাদের বাণিজ্যের কত সুবিধা হয়; কত জাহাজ দেশ বিদেশ হইতে তোমাদিগকে কত সুখের সামগ্রী আনিয়া দেয়; আমি বাতাসকে না চালাইলে এ সকল কোথা হইতে হইত?

"আবার দেখ, আমারই উত্তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, ও সমুদ্র হইতে যখন স্থলের দিকে বায়ু বহিতে থাকে, তখন সেই বাষ্প অদৃশ্যভাবে স্থলের দিকে আসে। এই বাষ্পই বৃষ্টি, শিশির, তুষার, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা আকারে পৃথিবীতে পড়িয়া পৃথিবীকে শীতল ও শস্য-শালিনী করে। হিমালয়ের তুষার, যাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, তাহার কারণ সেই বাষ্প; যে বৃষ্টির জল মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফোয়ারার আকারে সম্বৎসর ধরিয়া নদীর দেহ পোষণ করে, তাহারও কারণ সেই বাষ্প। কেবল তাহা নয়; এই বাষ্প গাত্রবস্ত্রের ন্যায় পৃথিবীকে শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য হইতে রক্ষা করে। এই বাষ্পের আবরণ না থাকিলে দিবসে আমার কিরণের তাপ আরও অসহ্য হইত, এবং রাত্রিতে অতি শীঘ্র পৃথিবীর উত্তাপ অন্তর্হিত হইয়া, শীতে চারিদিকে বরফ জমিয়া যাইত; বাষ্প না থাকিলে মেঘ হইত না, বৃষ্টি হইত না, নদী সকল শুষ্ক হইয়া যাইত, এবং সমস্ত পৃথিবী জীব-জন্তুর বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত।"

"এখন বুঝিলে ত আমি তোমাদের কে? সমস্ত দিন ধরিয়া আমি তোমাদের কে তাহার পরিচয় দিলাম; এখন বেলা গেল, আমাকে এখনও পৃথিবীর অন্যদিকে আলো দিতে হইবে; তোমরা খানিকপরেই বিশ্রাম করিবে; আমার বিশ্রামের সময় নাই; অতএব বিদায় হই।"

শুষ্ক মল্লিকা।

কে তুমি মলিন-মুখী পতিত ধরায়,
বিগত বিশদ শোভা ছিন্ন ভিন্ন কায়।
নাই সে মোহিনী মূর্ত্তি, সুকোমল দল,
তোষে না মধুর গানে মধুকরদল।
নিশির শিশির তোমা আদরে না আর,
কণ্ঠে দিয়া কমনীয় হীরকের হার।
আর না প্রভাত-বায়ু দণ্ডে শত বার,
বিনয়ে বন্দনা করে চরণ তোমার।
পুষ্পাধারে পুষ্পাসনে দেবসেবা তরে
আর না বসায় তোমা কেহ সমাদরে।
বিলাসীর দুগ্ধফেন সদৃশ শয্যায়,
ও মল্লিকে, নাহি পাও দলাইতে পায়।
ফেলিয়া মতির হার নৃপতির বালা
আর না পরয়ে কণ্ঠে মল্লিকার মালা।
ও মল্লিকে, যদি তুমি এত ভাগাহত,
তবু তব শুষ্ক দেহ শিক্ষাদানে রত।
নীরস মলিন তনু দুর্গতি অপার,
তথাপি নাসিকা তোষে সুরভি তোমার।
মরিয়াও পরহিত করিছ সাধন,
কে জানে মল্লিকে, তব মহিমা কেমন?
মিশিয়া মাটীর সহ ত্যজিয়া পরাণ,
"কীর্ত্তি যার সে জীবিত" করিছ প্রমাণ।
যে জন জীবিত কালে জ্ঞান-ধর্ম্ম-ধন—
যতনে অর্জ্জিয়া করে সুকীর্ত্তি স্থাপন।
মরিয়া নরের হিত সাধে সেই কত,
ধুলি-ধূসরিত শুষ্ক মল্লিকার মত।

ঘড়ি।

দ্বাদশ সংখ্যার মালা ঠক্ ঠক্ কর,
কেন ঘড়ি, মালা জপি চির দিন হর ?
রাত্তি নাই, দিন নাই, আপদ-বিপদ—
রাখিয়াছ ওহে ঘড়ি, সুস্থির স্বপদ।
শোক দুঃখে গৃহবাসী করিছে রোদন,
কখন মনের সুখে প্রফুল্ল বদন।
উৎসবে ধরণী হয় আনন্দ বিহ্বল—
বিষম বিপদে কভু যায় রসাতল।
কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই হে তোমার,
তব কার্য্যে বিঘ্ন করে কি সাধ্য কাহার ?
রাজায় করনা ভয়,—দয়া দুঃখী প্রতি,
প্রভুর খাতির নাই, প্রেমিকেতে প্রীতি।
ভয়-দয়া-ভক্তি-প্রেমে চির উদাসীন,
মিনিট্ হার না তার বশে কোন দিন।
কিন্তু হে স্বজাতি প্রেম হেন দেখি নাই
এমন একতা ভাব কোথায় বা পাই ?
আলোক-আঁধার-স্বর্গ-পাতাল-ভুবনে
যে যেখানে থাক, সবে আছ এক মনে।
মনে মনে কথা কহ, নাহি শুনে কেহ,
মাঝে মাঝে মিলনের পরিচয় দেহ।
তুমি হে বলিলে ছয় টুন্ টুন্ স্বরে,
সকলে বলিল ছয় দূর দূরান্তরে।
তোমাদের মধ্যে যারা মৌন ব্রতধর,
সঙ্কেতে তারাও দেয় কথার উত্তর।
ঘণ্টার কাঁটারূপ অঙ্গুলি স্থাপন—
করিয়া ছটার দাগে, দেখায় মিলন।

এরূপ একতা রক্ষা করিতে যে নারে,
প্লো-ফাইট্ বলি সবে গালি দেয় তারে।
এ গালি সহিতে নার থাকিতে জীবন,
আবার স্বজাতি সহ সাধহ মিলন।
কার নাম জপি ঘড়ি, বলহ স্বরূপ
একতা মন্ত্রের সিদ্ধি লভেছ এরূপ?
বাঙ্গালীরে শিষ্য কর ঘড়ি মহাযোগী,
একতা বিহীনে বঙ্গবাসী চিররোগী।
সদয় নয়নে চাও বাঙ্গালীর পানে,
একতার বীজ মন্ত্র দেও তার কাণে।
কার নাম জপি, কোন্ ধরমের বলে,
এহেন ঐক্যের ভাব ধর ধরাতলে?
প্রকাশ করিয়া সেই তত্ত্ব সমুদয়
আমাদের হিত সাধ ঘড়ি মহাশয়।

আমেরিকার আবিষ্কার।

(১৯৬ সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর।)

প্রাচীন বিজ্ঞানবিৎ ও ভূগোলবেত্তাদের সঞ্চিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন পর্ত্তুগীজদের আবিষ্কার কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু যখন তাহারা বিষুবরেখার নিকটস্থ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সকলের সন্নিধানে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন উত্তাপের আধিক্যহেতু বিষুবরেখার নিকট যাওয়া যায় না বলিয়া প্রাচীনদিগের যে কুসংস্কার ছিল, তাহাতে পর্ত্তুগীজগণের সমুদ্রযাত্রার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তাহারা স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিল, তাহাতেও এই সংস্কার বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সেনিগাল নদীর মুখ পর্য্যন্ত দেশসমূহে বার্ব্বরিনিবাসী মুরদিগের ন্যায় লোক সকল বসতি করিত। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী দেশ-সমূহে

কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রোজাতীয় লোকদিগকে দেখিয়া পর্টুগীজ নাবিকগণ মনে করিল যে গ্রীষ্মাতিশয্য নিবন্ধন তাহাদের আকৃতি সেইরূপ হইয়াছে এবং তাহাদের এই ধারণা হইল যে যত বিষুবরেখার নিকটে যাওয়া যাইবে, ততই উত্তাপের প্রভাব অধিকতর পরিমাণে অনুভূত হইবে। পর্টুগালের অনেক প্রধান ব্যক্তি এই কারণ ও অন্যান্য নানাযুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা যে সকল দেশ মনুষ্যের বাসের অযোগ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তথায় গমন করিলে কোন লাভের সম্ভাবনা নাই। স্বাভাবিক নিয়মে যে সকল দেশ অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারের জন্য অনর্থক অর্থ ব্যয় ও লোক নিযুক্ত না করিয়া, অধিকতর লাভপ্রদ কোন বিষয়ে মনোযোগ দান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু হেনরির উন্নত ও চিন্তাশীল হৃদয়ে এই সকল যুক্তি স্থান প্রাপ্ত হইল না। তাঁহার যত্নে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে বিষুবরেখার নিকটস্থ দেশ সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের যে বিশ্বাস, কেবল অনুমানই তাহার ভিত্তিভূমি। সুতরাং তিনি তাঁহার মতের বিরুদ্ধ যুক্তিতে কর্ণপাতও করিলেন না। কিন্তু এই সকল লোকের আপত্তির প্রতিরোধের জন্য তিনি খৃষ্টীয় প্রধান ধর্ম্মযাজক পোপকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন, যে পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের অধিকার বিনাশ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি দেশাবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যীশুখ্রীষ্টের প্রতিনিধি পোপ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর, এই জন্য পোপের নিকট তাঁহার প্রার্থনা যে পর্টুগাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও পরাজিত দেশ সকলের আধিপত্য পর্টুগীজদিগকে দেওয়া হয় এবং অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি সেই সকল দেশে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, এরূপ আদেশ প্রদান করা হয়। ইহার বিনিময়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আবিষ্কৃত দেশ সমূহে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবেন ও পোপের প্রভুত্ব সংস্থাপিত করিবেন। রোমীয় ধর্ম্মযাজকগণও সুবিধা পাইলেই আপনাদের প্রভুত্ব ও অধিকার বিস্তারে ত্রুটি করিতেন না। সুতরাং তৎকালীন পোপ চতুর্থ ইউজিন, হেনরির প্রার্থনানুসারে নন্ অন্তরীপ হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধিকার পর্টুগীজদিগকে প্রদান করিলেন। পোপের এরূপ

দানপত্র দিবার কতদূর অধিকার ছিল, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। কিন্তু তথনকার খৃষ্টীয় জাতিদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে পোপ সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, সুতরাং এরূপ অধিকার দানের মধ্যে তাঁহারা কোনরূপ অন্যায় ও আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ দেখিতে পান নাই। এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়াতে হেনরির বিলক্ষণ সুবিধা হই। আবিষ্কারের ইচ্ছা ধর্ম্মোৎসাহের সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; অন্যান্য খৃষ্টীয় জাতিগণও পর্টুগীজদের আবিষ্কৃত ও অধিকৃত দেশসমূহে গমন করিতে সাহস করিল না, কারণ তখন সকল খৃষ্টীয়দেশই পোপের প্রভুত্ব স্বীকার করিত।

ক্রমে পর্টুগীজদের খ্যাতি দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই সকল নূতন আবিষ্কার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন; সাধারণ লোকে শুনিয়া আশ্চর্য্য ও অবাক্ হইতে লাগিল। ভিনিস, জেনোয়া প্রভৃতি স্থান হইতে নাবিকগণ পর্টুগীজদের নিকট নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য আসিতে লাগিল; বিদেশীয়দের দৃষ্টান্তে পর্টুগীজদের উৎসাহ আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সমস্ত জগৎ হেনরির অভিপ্রায়ের পোষকতা করিতে লাগিল; অনেক বণিক্ নিজ ব্যয়ে আবিষ্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কেপবর্ড ও আজোর্স নামক দ্বীপপুঞ্জদ্বয় আবিষ্কৃত হইল। ইহার মধ্যে প্রথমটী মহাদেশের উপকূল হইতে তিন শত মাইল ও দ্বিতয়টী নয় শত মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে এই সময়ে পর্টুগীজগণ পোত চালনা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। এইরূপ উৎসাহের সহিত আবিষ্কার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় রাজপুত্র হেনরির মৃত্যু হওয়াতে সমস্ত ব্যাপার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

(১৯৪ সংখ্যা, ৩৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

মনুষ্যের উন্নতিপথের অন্ত নাই। যত জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, ততই মানব-প্রতিভা নিত্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সমাজের সুখ স্বচ্ছন্দতা

বৃদ্ধি করে। অসভ্য অবস্থায় মনুষ্য বিনিময় প্রথায় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে যখন সে বিনিময় প্রথাজাত অসুবিধা বুঝিতে পারিল,তখন মুদ্রার সৃষ্টি করিয়া সেই অসুবিধা নিবারণ করিল। কিন্তু শুদ্ধ মুদ্রার সৃষ্টি করিয়া মানব-প্রতিভা ক্ষান্ত হইল না। মুদ্রায় আমাদের বিস্তর সুবিধা হইয়াছে-বটে, কিন্তু সেই সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতি ও অসুবিধাও হইয়াছে। নিম্নে এই বিষয় সবিস্তার লিখিত হইতেছে।

মূল্যবান্ ধাতু না হইলে মুদ্রা নির্ম্মিত হয় না। কিন্তু এই সকল ধাতু অতি-দুষ্প্রাপ্য, বিস্তর পরিশ্রম না করিলে পাওয়া যায় না। নিয়ত বহু-সংখ্যক লোককে এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয়, এবং এতদ্দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তাহাদের পরিশ্রমজাত ফল, কিন্তু তাহারা কষ্ট করিয়া যে দ্রব্য সঞ্চয় করে, তাহাতে তাহাদের কিম্বা অপর কাহারও উদর পূর্ত্তি হয় না। সোণা রূপা না হইলে চলিতে পারে, কিন্তু বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য একদিন না থাকিলে কষ্টের আর সীমা থাকে না। বিবেচনা কর একটী দেশে প্রচুর পরিমাণে সোণা রূপা আছে, কিন্তু কিছুমাত্র শস্য নাই, এবং অপর একটী দেশে প্রচুর পরিমাণে শস্য আছে, কিন্তু সোণা রূপার লেশমাত্র নাই। এই দুই দেশের মধ্যে যে দেশে শস্যের অভাব নাই, তথায় মূল্যবান্ ধাতু না থাকায় লোকের অনেক অসুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু অন্ন কষ্টে কেহ প্রপীড়িত হইবে না। কিন্তু যে দেশে সোণা রূপা আছে, অথচ শস্য নাই, তথাকার লোকের কিরূপ দুর্দ্দশা হইবে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সকলেরই হস্তে সোণা রূপা রহিয়াছে, কিন্তু তাহা থাকিয়া লাভ কি? যদি শস্য থাকিত তাহা হইলে সেই সোণা রূপা দিয়া শস্য ক্রয় করিতে পারা যাইত এবং তাহাতে লোকের উদর পূর্ত্তি হইত। কিন্তু যে দেশের সকল লোকেই স্বর্ণ রৌপ্য সংগ্রহে ব্যস্ত এবং কৃষি-কার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন তথায় স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও লোকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। সময় ক্ষেপণ ও পরিশ্রম না করিলে মূল্যবান্ ধাতু সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। সেই সময় ও পরিশ্রম কৃষিকার্য্যে ব্যয় করিলে অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারা যায়। সুতরাং যে দেশে যে পরিমাণে মূল্যবান্ ধাতু সঞ্চিত হইবে, তথায়

সেই পরিমাণে খাদ্য ও জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু স্বল্প হইবে।

মুদ্রা দ্বারা সমাজের কি ক্ষতি হইয়া থাকে বোধ হয়, পাঠিকাবর্গ এক্ষণে বুঝিয়াছেন। যে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিয়া মুদ্রার জন্য মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করা হয়, সেই সময় ও পরিশ্রম দ্বারা শস্য তুলা প্রভৃতি জীবন ধারণোপযোগী বস্তু উৎপাদন করিতে পারা যাইত। সুতরাং মুদ্রার জন্য সোণা রূপা সংগ্রহ করিতে যাইয়া আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সকল বস্তুর কিয়দংশ হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত করিতেছি। ইহাতে আমাদের লাভ না ক্ষতি হইতেছে? পাঠিকাবর্গ হয়ত বলিবেন ইহাতে আমাদের বিশেষ লাভ হইতেছে, কারণ আমরা শস্য তুলা প্রভৃতি বস্তু সঞ্চয় না করিয়া তাহাদের অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু (সোণা রূপা) সংগ্রহ করিতেছি। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। শস্য তুলা প্রভৃতি বস্তুর অপেক্ষা সোণারূপার মূল্য অনেক অধিক ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ স্থির করা উচিত নহে যে কৃষিকর্ম্মাপেক্ষা সোণারূপার ব্যবসায়ে অধিক লাভ হইয়া থাকে। পাঠিকাবর্গের জানা উচিত যে সকল ব্যবসায়েই সমান লাভ। সোণারূপার ব্যবসায় দ্বারা আমরা কখনই কৃষিকর্ম্মাপেক্ষা অধিক লাভ করিতে পারি না। এস্থলে পাঠিকাবর্গ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন তবে সোণা রূপার মূল্য এত অধিক হইল কেন? ইহার কারণ এইমাত্র যে, কিয়ৎকাল পরিশ্রম করিয়া যে পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারা যায় সেই সময়ের মধ্যে সোণারূপা সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। এক ভরি স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে যে সময় লাগে, পাঁচমণ চাউল উৎপাদন করিতেও ঠিক সেই সময় লাগে। সুতরাং একভরি স্বর্ণের যে মূল্য পাঁচমণ চাউলেরও সেই মূল্য। উভয় ব্যবসায়েই লাভ সমান হইল, অথচ মূল্যের প্রভেদ বিস্তর। স্বর্ণ ব্যবসায়ী কৃষকের অপেক্ষা অধিক লাভ করিতে পারিল না; কেবল এই প্রভেদ হইল যে সে যে সামগ্রী সংগ্রহ করিল তাহা শস্য তুলা প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় জীবন ধারণোপযোগী নহে। এই ব্যক্তি যদি শস্য ও তুলা উৎপাদন করিত, তাহা হইলে সমাজ মধ্যে অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্য্য হইত এবং

জীবনের ক্লেশ অনেকাংশে কমিয়া যাইত। পুনশ্চ, যদি অন্ন বস্ত্রের কোন অভাব না থাকে তথাপি মুদ্রার জন্য আমাদিগকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। কারণ, মুদ্রার জন্য যে স্বর্ণ রৌপ্য ব্যয়িত হয় তাহা আমাদের কোন ব্যবহারে লাগে না; সুতরাং তাহা থাকিলে আমরা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে পারিতাম, কিম্বা তাহার বিনিময়ে অন্য কোন অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিতে সক্ষম হইতাম। অতএব যেমন করিয়া বিবেচনা করনা কেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে যে মুদ্রার জন্য আমরা কিয়ৎ-পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

মুদ্রার জন্য আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা আমরা এত উপকার পাইয়াছি যে সেইক্ষতি সত্ত্বেও আমরা ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মুদ্রার দ্বারা সমাজের যে সুবিধা হইয়াছে যদি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া সেই সুবিধা পাওয়া যায়, অথচ মুদ্রাজাত ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয়, তাহাহইলে মুদ্রার ব্যবহার অবশ্যই অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। বস্তুতঃ নোটের সৃষ্টি হইয়া তাহাই হইয়াছে। মুদ্রার দ্বারা আমাদের যে সকল সুবিধা হইয়াছিল নোটেতেও সেই সকল সুবিধার অধিকাংশই পাওয়া যাইতেছে অথচ মুদ্রার ন্যায় কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে মুদ্রার পরিবর্ত্তে অনেক স্থানেই নোটের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

নোটের সৃষ্টি হইয়া আমাদের কত সুবিধা হইল। পূর্ব্বে মুদ্রার দ্বারা অনেক সুবিধা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু উল্লিখিত হইয়াছে যে সেই সুবিধার জন্য আমাদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে নোট প্রচলিত হওয়ায় সেই ক্ষতি প্রায় একেবারে দূর হইল। পাঠিকাবর্গ প্রতিদিন দেখিতেছেন যে টাকায় যে কাজ হয় নোটের দ্বারাও সে কায হইয়া থাকে, অথচ নোট একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। একশত টাকার নোট প্রস্তুত করিতে যৎসামান্য খরচ, কিন্তু একশত টাকার মুদ্রার জন্য প্রথমে স্বর্ণ কি রৌপ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক, এবং তৎপরে সেই ধাতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাক্তি করিয়া সেই সকল চাক্তি মুদ্রাঙ্কিত করা চাই। সোণা রূপা অতি দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং এই সকল ধাতু সংগ্রহ করিতে বিস্তর পরিশ্রম

ও অর্থব্যয় আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত মুদ্রাঙ্কণের খরচও নিতান্ত সামান্য নহে। এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া যে কার্য্য হয়, একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজের দ্বারাও সেই কার্য্য হইতেছে। ইহার অপেক্ষা সুবিধা আর কি হইতে পারে?

নোটের সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের কি লাভ হইয়াছে তাহা পাঠিকাবর্গ বোধ হয় এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বে মুদ্রার জন্য যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইতেছিল, এক্ষণে নোট প্রচলিত হওয়ায় সেই পরিশ্রম ও অর্থের দ্বারা প্রয়োজনীয় ও ভোগ্য বস্তু সকল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং আমাদের সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছন্দতার বিস্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কিসে জীবনযাত্রা সুখে অতিবাহিত হয় এই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। নোটের সৃষ্টি হওয়ায় আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমরা ইহাকে যেন কখন অমঙ্গল কারণ বলিয়া বিবেচনা না করি। নোটের দ্বারা আমাদের আর একটী বিশেষ উপকার হইয়াছে। কার্য্যবশতঃ আমাদিগকে সর্ব্বদাই স্থানান্তরে অর্থ প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু নগদ টাকা পাঠাইতে হইলে কত কষ্ট ও অসুবিধা। এই অসুবিধাও নোটের দ্বারা দূর হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে একটা প্রকাণ্ড তোড়া পাঠাইতে হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে একখানি ক্ষুদ্র নোট পত্রের ভিতরে পুরিয়া পাঠাইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু নোটের দ্বারা এত উপকার পাইয়াও আমরা অদ্যাপি নগদ টাকা ব্যবহার করিতেছি কেন, তাহা এ স্থলে বলিবার কোন অবকাশ পাইলাম না।

নারী-চরিত।

এন্ হেসেলটাইন।

(১৮৭ সংখ্যা, ১০৭ পৃষ্ঠার পর)

জড্‌সন ইতিপূর্ব্বেই জ্বররোগে বহুদিন কষ্ট পাইয়াছিলেন; তাঁহার শরীর এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, সুতরাং অন্যান্য বন্দিগণ অপেক্ষা এই সকল অত্যাচার তাঁহার পক্ষে অধিকতর কষ্টকর হইয়া উঠিল। এক ব্যক্তি বাঙ্গালি ভৃত্য তাঁহাকে সাহায্য না করিলে বোধ হয় এই সময়েই জড্‌সনের

মৃত্যু হইত। এই প্রকার নানা কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে তাঁহারা আউংপেনা নগরে আনীত হইলেন। এই স্থানে বন্দিগণকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে এই কথা পূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। জডসন্ অকুতোভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত স্বীয় আত্মাকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পত্নী তাহার সেই ঘোর যন্ত্রণা মধ্যে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন।

নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে নানা প্রকার ক্লেশ ও অত্যাচার সহ্য করায় বন্দিদিগের মধ্যে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যে সকল বন্দি এ পর্য্যন্ত ঐ নৃশংস রোগের কবলে নিপতিত হন নাই, এন্ স্বহস্তে তাঁহাদিগকে টীকা দিলেন। কিন্তু নানাপ্রকারে সতর্ক থাকিলেও তাঁহার নিজের সুকুমার সন্তানটীকে ঐ ভয়ানক রোগের হস্ত হইতে বিমুক্ত রাখিতে পারিলেন না। সুকোমল শিশুদেহ অতি কষ্টকর বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইল। নারী-হৃদয় সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশ-বহনে সক্ষম হইলেও সন্তানের কষ্ট সহ্য করিতে অপারগ। যে এন্ অকুতোভয়ে বীর-নারীর ন্যায় শত শত বিপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, আজি স্বীয় একমাত্র সন্তানের উৎকট পীড়ার যন্ত্রণায় তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এক দিকে বন্দীকৃত, রোগ প্রপীড়িত স্বামীর তত্ত্বাবধান, অপর দিকে রুগ্ন শিশুসন্তানের শুশ্রূষা উভয় কার্য্যে এন্ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোগ ভারাক্রান্ত আত্মীয়ের শুশ্রূষায় নারী-হৃদয়ে এক প্রকার আনন্দের উদয় হয়। জগতের সমস্ত সুখ সমস্ত আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়া এন্ আজি সেই একমাত্র আনন্দের অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্রোতের গতি এখানেও রুদ্ধ হইল না। অল্পদিনের মধ্যে তিনি নিজে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পীড়িত সন্তানের অবস্থা এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রহরীদিগকে নানাপ্রকার উৎকোচ দ্বারা জডসন্ অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা লাভ করিলেন। ঐ প্রচারক দম্পতির তৎকালীন অবস্থা এনের মূল জীবন-চরিতে পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদারিত হয়। শৃঙ্খলে বদ্ধপদ জডসন্ নিজে রোগ প্রপীড়িত হইলেও শিশু-সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া পথে পথে তাহার নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। রাত্রে মাতৃক্রোড়বিরহিত রোগগ্রস্ত

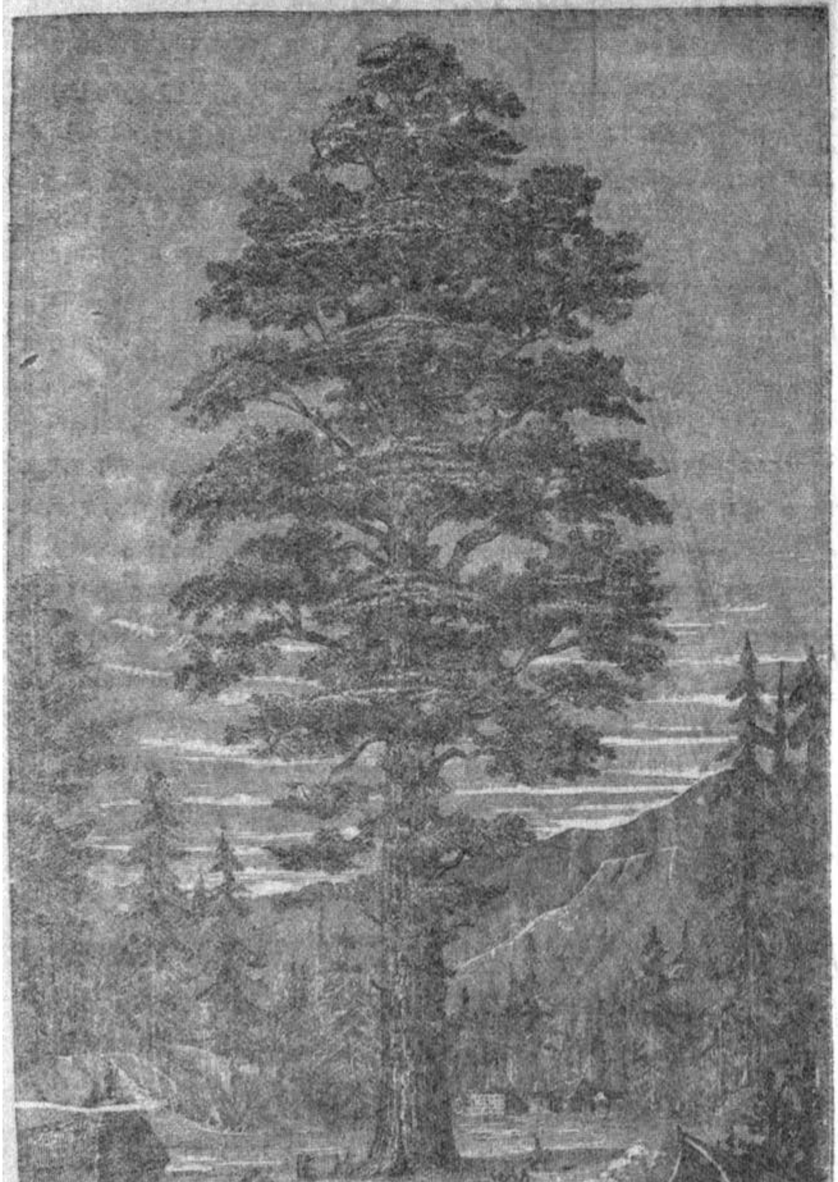
সন্তান যন্ত্রণায় ভয়ানক ক্রন্দন করিত, সেই ক্রন্দন ধ্বনি অসহায়া এনের হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত। এই প্রকার নানা কষ্টের সময় ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল, নতুবা বিশ্বাসহীন হৃদয় এত ক্লেশ এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে কখনও সমর্থ হয় না।

অবশেষে অবধারিত হইল যে বন্দিগণ আউংপেনা নগরে কোন দেব-মন্দিরের সম্মুখে বলী প্রদত্ত হইবেন। কিন্তু অসহায়ের সহায় জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিলেন। যে রাজকর্ম্মচারী বন্দিদিগের সম্বন্ধে এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, বিদ্রোহাপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনায় বন্দিগণ আপাততঃ আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইলেন।

যাঁহারা নারী-চরিত্রকে দুর্ব্বলতার আধার বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এনের জীবন-চরিত পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন কুসংস্কার ও শিক্ষার দোষে নারী-চরিত্রের কোন কোন বৃত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে মাত্র, নতুবা ঈশ্বর নারী-হৃদয়কে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল করিয়া সৃষ্টি করেন নাই।

এতদিনের পর এনের দুঃখনিশি অল্পে অল্পে অবসান হইতে আরম্ভ হইল। ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্মদেশের রাজার সন্ধি হইবার উপক্রম হইল, ঐ সন্ধির নিয়ম নিরূপণ করিবার নিমিত্ত একজন দোভাষীর প্রয়োজন। ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে কেহই ইংরাজী জানিতেন না; সুতরাং বন্দিদিগের মধ্যে যাহারা ব্রহ্মদেশের ভাষা জানিতেন, তাঁহাদিগের ভিতর হইতে এক ব্যক্তিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচিত হইল। জডসন্ এই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া একজন কর্ম্মচারীর সহিত ইংরাজ শিবিরে প্রেরিত হইলেন, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে এনের ভয়ানক পীড়া হইল, তাঁহার জীবনের আশা রহিল না, বহু যত্নে তিনি ঐ বিষম রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

কিছুদিন পরে জডসনের সাহায্যে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হইল। জডসন্ সস্ত্রীক ইংরাজ শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় ইংরাজ সেনাপতি সার্ আরচিবল্ড কেম্পবেল্ তাঁহাদিগকে বহু সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন, এবং এনের অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের নিমিত্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।



দেবদারু বৃক্ষ।

ঐরাবত বৃক্ষ।

ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে এই বৃক্ষের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গিয়াছে *। এতৎ সংক্রান্ত আরও যে কিছু বিবরণ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পাঠিকাগণের গোচর করিব।

বৃক্ষদিগের মধ্যে যদি কাহাকেও রাজা বলা যায়, তবে সে এই ঐরাবত বৃক্ষ। মনে কর উচ্চে ৪৫০ ফিট অথবা ৩০০ হস্ত একটী গাছ দেখিতে কি প্রকাণ্ড! তাহার পর গুঁড়িটীর বেড় ১১৬ ফিট অর্থাৎ ৭৭ হস্তের অধিক, ২০ জন লোক হাত ধরাধরি করিয়া ধরিলে তবে তাহা বেষ্টন করিতে পারে। শাখা প্রশাখা পল্লবের সহিত এই বৃক্ষ কি প্রকাণ্ড ব্যাপার! হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, মৎস্যের মধ্যে তিমি যেমন, বৃক্ষ সকলের মধ্যে ইহাও তেমনি। ইহার এক একটী বৃক্ষ, এক একটী অরণ্য বলিলে হয়। এরূপ সহস্র সহস্র বৃক্ষ যেখানে একত্র হইয়া জঙ্গল হয়, সে স্থানের ছবি মনে ভাবিতে গেলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

উত্তর আমেরিকার কালিফর্ণিও উপদ্বীপের কালবিরাস্ নামক স্থানে ঐরাবত বৃক্ষের বন দেখা যায়, এবং তদ্দর্শনে পথিকগণ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪৬৮০ ফুট উর্দ্ধে এই বৃক্ষের জন্মভূমি। প্রায় ২০০ বিঘা ভূমিতে শত বৃক্ষ জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে ২০টীর গুঁড়ির বেড় ৭৫ ফুটের অধিক। এই বৃক্ষ সকল তথাপি চারা বলিলে হয়, ইহারা যত বাড়িবার তাহার অর্দ্ধেকও বাড়ে নাই। ইহাদের অনতিদূরে একটী মুড়ো গাছ ছিল, ৫ জন লোক ২২ দিন পরিশ্রম করিয়া ইহা ছিদ্র করিয়া করিয়া কাটিয়া ফেলে। ইহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। ইহার ছাল ইংলণ্ডের 'কাচের গৃহে' রক্ষিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৮৬৬ সালের অগ্নিকাণ্ডে তাহা ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

উপরি-উক্ত বনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ বন-মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার আকার অতি বৃহৎ, উচ্চে ৩২১ ফুট, ইহার এক দিকে দুইটী স্তনের

* বা, বো, ১২৯ সংখ্যা দেখ।

ন্যার ফুলা কাষ্ঠ আছে, তাহাতেই মাতা নাম। ইহার মূলের বেড় ৮৪টী ফিট, ছাল শুদ্ধ ধরিলে ৯০ ফিট, উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। ১৩৭ ফিট উর্দ্ধে গুঁড়ি হইতে প্রথম শাখা বহির্গত হইয়াছে। ইহার নিকট একটী বৃক্ষ ভূ-পতিত হইয়া আছে, তাহাকে বন-পিতা বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ইহা বন-মাতা অপেক্ষাও বৃহত্তর। ইহার মূলের বেড় ১১০ ফিট, ২০০ ফিট উর্দ্ধে ইহার প্রথম শাখা বিনির্গত হইয়াছিল। সমুদায় গুঁড়িটী ফাঁপা, তাহার মধ্য দিয়া মনুষ্য উপরে উঠিতে পারে। ইহা উচ্চে ৪৩৫ ফিট; ভূমি হইতে ৩০০ ফিট উচ্চে আর একটী বৃক্ষের সহিত সংঘর্ষিত হইয়া ইহা ভগ্ন হইয়া যায়, তথায় ইহার বেড় ১৮ ফিট মাত্র। বন-পিতা ও বন-মাতা হইতে কিছু দূরে 'স্বামী স্ত্রী' বলিয়া দুইটী বৃক্ষ আছে, তাহারা উভয়ে পরস্পরের দিকে নত হইয়া আছে। ইহারা উভয়েই প্রায় ২৫০ ফিট উচ্চ এবং উভয়েরই মূলদেশের বেড় প্রায় ৬০ ফিট। বনের একপ্রান্তে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, তাহার নাম 'তপস্বী।' ইহার বেড় ৬০ এবং উচ্চতা ৩১৮ ফুট। আরও কয়েকটী বৃহদাকার বৃক্ষ আছে মনুষ্যের কল্পনানুসারে হার্কুলিস, বুড়ো বর, বুড়ো কন্যা, মা পো, দ্বারবান্ প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইয়াছে। "শ্যামদেশীয় যমজ" নামে বৃক্ষদ্বয় ৪০ ফিট পর্য্যন্ত সম্মিলিতভাবে উঠিয়া তৎপরে দুইটী বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে।

বৃক্ষের কাষ্ঠে সমকেন্দ্র গোলাকার রেখা সকল দেখা যায়, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদ্বারা বৃক্ষের বয়স গণনা করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন এক এক বৎসরে এক এক বৃত্ত রচিত হয়। ঐরাবত জাতীয় কোন কোন বৃক্ষ দেহে ৩০০০ বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বয়ঃক্রম ৩০০০ বৎসর অনুমান করা হইয়াছিল। তাহাহইলে রোমের পত্তনের পূর্ব্বেও সে বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। বর্ত্তমান গণনাদ্বারা অনেক বৃক্ষের বয়স সহস্রাধিক বৎসর স্থির হইয়াছে।

কালবিরাস ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও এই বৃক্ষের বন দৃষ্ট হইয়াছে। ১৮৫৫ সালে মারিপোসা নামক স্থানে এই আশ্চর্য্য বৃক্ষরাজি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তত্রত্য একটী বৃক্ষের নাম "শয়তানের বর্ষা।" মহাকবি মিল্‌টন শয়তানের বর্ষার বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন,—

"তুলিলে ইহার সহ সুদীর্ঘ পাইন *
নরোয়ে পাহাড় দেশে, ছেদিত যতনে,
মানোয়ারি জাহাজের গুণবৃক্ষ † তরে,
বৃক্ষের যষ্টির প্রায়।"

অর্থাৎ পাইন প্রভৃতি বৃহদাকার বৃক্ষ ইহার নিকটে তৃণতুল্য। ইহার গুঁড়ির বেড় ৭৮ ফিট। "বীর কেল্লা" নামে এক বৃক্ষ ইহার নিকট ভগ্নদুর্গের ন্যায় পতিত রহিয়াছে।

মারিপোসার প্রায় ২০০০ বিঘা ভূমিতে প্রায় ৩০০ বৃক্ষ আছে, ইহাদিগের গুঁড়ির বেড় ১০২ হইতে ৪০ ফিট পর্য্যন্ত।

মারিপোসার ৩। ৪ ক্রোশ দূরে ফ্রেজো নদীতটে প্রায় ২০০০ বিঘা ভূমিতে ৫০০ বৃক্ষ আছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষের পরিধি ৮১ ফিট। কালিফোর্ণিও হইতে নুট্কা উপসাগর পর্য্যন্ত ঐরাবত জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহারা উচ্চে ৩০০ ফিট হয়। ইহারা 'লোহিত বন' নামে বিখ্যাত।

ইংলণ্ডে ঐরাবত জাতীয় বৃক্ষের চাষ হইয়াছে এবং তত্রত্য উদ্যানে "চিরহরিৎ" বলিয়া ইহারা পরিচিত। কিন্তু এই বৃক্ষ সকলের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও রাজশ্রী দেখিতে হইলে একটী দুইটী দ্বারা হয় না, নিবিড় বিজন অরণ্যের প্রহরী-স্বরূপ হইয়া যেখানে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আছে, এবং যেখানে শিরশ্চালন করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকে, একবার সেইখানে তাহাদিগকে দেখিতে হয়। তাহা দেখিলে 'বিশ্বপতি তোমার কি অপার মহিমা!' বলিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

হিত-কথা।

ভাল বলা উত্তম, ভাল কাজ করা আরও উত্তম। যিনি আপনাকে জ্ঞানী মনে করেন, তাহার অপেক্ষা নির্ব্বোধ আর কেহ নাই। দরিদ্রতা [কৃপণের

* দীর্ঘাকার এক প্রকার বৃক্ষ। † মাস্তুল।

সহচর এবং অপব্যয়ীর অনুচর। লোকে যে অপকার করে, তাহা বালুকার উপর লিখিয়া রাখ, কিন্তু যে উপকার করে, তাহা প্রস্তরে খোদিত কর। লোককে অবিশ্বাস করিতে করিতে সে চোর হয়।

যখন আমরা একাকী থাকি তখন চিন্তার প্রতি, যখন পরিবারের মধ্যে থাকি, তখন মেজাজের প্রতি এবং যখন সমাজের মধ্যে থাকি, তখন জিহ্বার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

অন্যের গুণ দেখিয়া যদি হিংসা হয়, তবে আপনি অধিক গুণ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই হিংসা পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে। নদীর ন্যায় বক্তার মুখের নিকট যত যাইবে, তত তাহাকে প্রশস্ত দেখিতে পাইবে। প্রত্যেক প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে ছায়া আছে, আমাদিগের বর্ত্তমান অপূর্ণ অবস্থায় কোন ইষ্টকার্য্য অনিষ্টবিহীন দেখা যায় না। অনেকে পথে অধিক বিলম্ব করিয়া গম্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না। সকল দিনের শ্রেষ্ঠ দিন অদ্য, সকল ক্ষণের মাহেন্দ্রক্ষণ বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত। সকল ধর্ম্মের প্রথম সূত্র নির্দ্দোষতা, তৎপরে শীলতা। শীলতাকে বিদায় করিলে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম তাহার সহিত বিদায় লয়।

নিদ্রা সম্বন্ধে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছেন :—

পাঁচ ঘণ্টা নিদ্রা যা'য়া স্বভাব-সঙ্গত,
দেশপ্রথা সপ্ত ঘণ্টায় করে পরিণত,
নয় ঘণ্টা প্রয়োজন, আলস্যের তরে,
একাদশ ঘণ্টা চাই পাপে যদি ধরে।

প্রশস্ত বক্ষঃ লাভ করিতে হইলে তন্মধ্যস্থ হৃদয়কে প্রশস্ত করা আবশ্যক, ইহার জন্য ব্যায়ামের পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না। নির্ব্বোধ ব্যক্তি পরের চিকিৎসার ব্যবস্থা লইয়া আপনার চিকিৎসা করিতে যায় ও বিপদাপন্ন হয়। এক গাধা লবণের ছালা পৃষ্ঠে লইয়া নদী পার হইতে গিয়া দেখে, তাহার সকল ভার কমিয়া গিয়াছে। ভার কমাইবার এই গূঢ় সঙ্কেত সে তাহার সহচর গর্দ্দভকে বলে। তাহার পৃষ্ঠে পশম বোঝাই করা ছিল, সে জলের মধ্য দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া দ্বিগুণ ভারে ভারাক্রান্ত হইল!!

"আমার সময় নাই।"

হরিশ বাবুর জোর কপাল। সদাগরের বাড়ীতে কেরাণী ছিলেন, স্বয়ং সদাগরির এক জন অংশীদার হইয়াছেন। কর্ত্তা সাহেবের তাঁর উপর ষোল আনা বিশ্বাস, আফিসে তিনি যাহা করেন তাহাই হয়। এই সুযোগে তিনি বেনামি করিয়া আর একটা কারখানা খুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব, এজন্য যে কোন প্রকারে তাহার উন্নতি হয় সে বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। ১০ টার সময় তাঁহাকে আফিসে আসিয়া রাত্রি ৭ টার সময় বিদায় লইতে হয়। তিনি প্রাতে ৮ টার মধ্যে আহার করিয়া বাটী হইতে যাত্রা করেন এবং রাত্রি ১০ টার পর বাটীতে ফিরেনে, আফিস ছাড়া যে সময় টুকু পান, তাহাতে নিজের দোকানের কাজ কর্ম্ম দেখেন।

হরিশের স্ত্রী পদ্মাবতী অনেকটা সেকেলে মেয়ের মত, লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, কিন্তু বড় পতিব্রতা এবং ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র, বৈদ্যনাথ, সুরনাথ ও হেমনাথ। তাহাদের বয়স ১০। ১২। ১৪ বৎসর। বড় ছেলেটী নিতান্ত দুর্বৃত্ত, তিনি কিছুতেই তাহাকে আটিয়া উঠিতে পারিতেন না। যতক্ষণ বাপ বাড়ীতে থাকেন, ততক্ষণ সে চোরের মত হইয়া থাকে, কিন্তু "বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর" তাহার লম্ফ ঝম্ফ দেখে কে? সে আগে ভাই দুটীকে প্রহার করিয়া কাঁদাইবে, পরে বাড়ীর বিড়াল, কুকুর, গোরু বাছুর দিগকে নিষ্ঠুরের মত ঠেঙ্গাইবে। তারপর হাঁড়ি কুড়ি বা পুতুল যেখানে সাজান থাকে, তা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বা লণ্ড ভণ্ড করিয়া ফেলিবে। চাকর দাসীদিগের বাপের সাধ্য কি যে তাহাকে একটী কথা বলে? বলিলে গালি দিয়া ভূত ভাগায় এবং লাঠির চোটে তাহাদিগের হাড় গুঁড়া করিয়া দেয়। বলিবার মধ্যে এক মা। ভাল মানুষের মেয়ে অনেকক্ষণ সহ্য করিয়া থাকিতেন, যখন অসহ্য হইত, তখন আপনার গালে মুখে চড়াইয়া মাথা খুঁড়িয়া ছেলেকে শিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। কখন বা তাহার পৃষ্ঠে দুই এক চপেটাঘাত করিবার জন্য ধাবমান হইতেন। ছেলে মাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া বা উল্টিয়া দুই এক ঘা দিয়া বাটীর মধ্যে

যে পেয়ারা ও জাম গাছ ছিল, তাহাতে উঠিয়া "ধিন্তা ধিনা" গান করিয়া সুখে গাছের ফল খাইত এবং ছুড়িয়া ছুড়িয়া যাহাকে পাইত মারিত। মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছেলেদের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করিয়া বাহির হইয়া আসিত। বৈদ্যনাথকে স্কুলে ভরতি করিয়া দেওয়া হইয়া ছিল, সে বাড়িতে নিত্য কর্ম্ম শেষ না করিয়া বাহির হইত না। এজন্য প্রতিদিন বেলাতে স্কুলে যাইত, কিন্তু ৪ টা বাজিতে না বাজিতে বাড়ীতে ফিরিত। অনেক দিন স্কুলে ছুটি হইয়াছে বলিয়া একটা বা দুইটার সময়েই আসিয়া হাজির। বাড়ী আসিয়া আবার উৎপাত করিত। বৈদ্যনাথের কনিষ্ঠ সুরনাথ ও হেমনাথ তাহার মত বহিয়া যায় নাই, কিন্তু বড় ভাইয়ের দৃষ্টান্তের গুণ পাইতেছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠটী মার কথা বড় গ্রাহ্য করিত না; নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইত। মধ্যমটী একটু ঠাণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু পড়া শুনায় বড় মনোযোগ করিত না।

হরিশ বাবু বাড়ীতে আসিলে গৃহিণী প্রতিদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিতেন "বাড়ীর কর্ত্তা তুমি, কিন্তু বাড়ীর খোঁজ খবর রাখা তোমার ত আবশ্যক নাই, সকাল না হতে হতে ছুটো ভাত গালে মুখে গুঁজে চলে যাও, আর রাত দুপুর হলে বাসা ঘরে এস। কি ছাই কাজ কর, ছাই কতকগুলো টাকা রোজকার করিয়া ফল কি? যাদের জন্য রোজকার কর তারা যে গোল্লায় যাইতেছে, একবার চাহিয়া দেখিবে না, তার প্রতি-বিধানও করিবে না। তোমার বড় ছেলে বঁদে যেরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তা আর কত তোমাকে কি বলিব? আমি মেয়ে মানুষ, তাকে কি আঁটিতে পারি, বাড়ীশুদ্ধ সকলেই তাহার জ্বালায় অস্থির। কি করিবে কর।" হরিশ্চন্দ্র শুনিয়া আগে গ্রাহ্য করিতেন না, পরে দুঃখ করিতেন, কিন্তু বলিতেন দেখ আমি কি করিব আমার সময় নাই। গৃহিণী প্রতিদিন বঁদের কাণ্ড বর্ণনা করিয়া বলিতেন, যে আর তিনি সহ্য করিতে পারেন না, হরিশ বাবুর সেই এক উত্তর "কি করিব, আমার সময় নাই।" তিনি আরও বলিতেন "আমি বৈদ্যনাথকে হিন্দুকলেজে পড়াইতেছি, উহার ক্লাশের মাষ্টার বড় উপযুক্ত লোক, তাঁর কাছে যখন শিখিতেছে তখন মন্দ হইবে না।" পদ্মাবতী বলিলেন "দেখ, আমি লেখা পড়া জানি না, জানিলে ও মাথামুণ্ডু কি

শিখিতেছে, বুঝিয়া দেখিতাম। কিন্তু উহার যেরূপ রীতি চরিত্র দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় না যে ও কিছু শিখিতেছে। এমন কি আমার সন্দেহ হয় ও স্কুলের নাম করিয়া বাটী হইতে যায়, কিন্তু স্কুলে যায় না। তুমি নিজে ওর পড়াশুনা দেখ, না হয় স্কুলের মাষ্টারকে একবার একখানি চিঠি লিখিয়া দেখ দেখি উহার গুণ সকলি প্রকাশ পাইবে। আমি বোধ করি তোমার আফিসে লইয়া যদি দিনকত উহাকে বসাইয়া রাখিতে পার, তাতেও অনেক উপকার হয়।" হরিশ বাবু বলিলেন "আরে ক্ষেপী, আফিসে আমি সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকি। ছেলে যদি দুরন্ত হইয়া থাকে, সেখানকার কাজের ক্ষতি হইবে। তবে মাষ্টারকে আমি অবশ্য চিঠি লিখিব, কিন্তু এখন আমার সময় নাই।" গৃহিণী বলিলেন আমি তোমাকে কতবার চিঠি লিখিতে বলিয়াছি, কিন্তু তোমার সময় হইল না, ও মরিলে তোমার সময় হইবে। সে যাহা হউক কালি অন্ততঃ দশটা পর্য্যন্ত বাড়ী থাক, ও যখন আহার করিবে তখন কাণ্ডটা দেখিতে পাইবে। হরিশ বাবু আচ্ছা বলিয়া পর দিন প্রভাতে বাটী রহিলেন। ৮টা বাজিয়া গেল, মনটা কেমন কেমন করিতে লাগিল, দোকানে হয় ত ক্ষতি হইতেছে। বলিলেন ছেলেদের ভাত দাও, তাহারা আমার সম্মুখে বসিয়া খাইবে। ছেলেরা চুপ করিয়া খাইতে লাগিল, বাবু একটু দেখিয়া পোসাক পরিতে গেলেন, বৈদ্যনাথ এদিকে ভাইদিগের সহিত খুটি নাটি আরম্ভ করিয়াছে। পদ্মাবতী আস্তে আস্তে গিয়া স্বামীকে ইঙ্গিত করিলেন। হরিশ বাবু ছেলেদিগের আহার স্থলে যাইবামাত্র সুরনাথ ও হেমনাথ বৈদ্যনাথের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। হরিশ বাবু বৈদ্যনাথের প্রতি একবার কটমট করিয়া চাহিলেন এবং ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন তোমার গুণের কথা সব শুনিয়াছি, আমি তোমার হাড়ে মাসে একত্র রাখিব না। কি করবো, এখন আমার সময় নাই, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে দেখিব। আজি সাবধান হইয়া চলিও।

এই বলিয়া হরিশ বাবু গৃহের বাহির হইতে না হইতে বৈদ্যনাথ কনিষ্ঠ ভাইদিগের গায়ে ভাত ছড়াইয়া দিয়া তিন লাফে গাছে গিয়া উঠিল এবং নিজমূর্ত্তি ধরিয়া সকলকে ছড়া করিয়া গালি দিতে লাগিল, বাপকেও বেয়াত করিল না।

হরিশ বাবু জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্য ভাবিতে ভাবিতে এবং এক ঘণ্টা সময় ক্ষতির জন্য মনে মনে দুঃখ করিতে করিতে দোকানে উপস্থিত হইলেন। কয়জন খরিদদার সে সময় তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি তখন গিয়া ১০০টী টাকা লাভ করিয়া একটু খুসি হইলেন, মনে মনে স্থির করিলেন আর কোন দিন বাটীতে বিলম্ব করিব না। ছেলেদের যা হয় হইবে, সে বিষয় ভাবিয়া আমার কেবল মনের কষ্ট এবং উপার্জ্জনের ক্ষতি।

হরিশ বাবু সেই দিবস বাটীতে আসিলে পদ্মাবতী বৈদ্যনাথের সে দিবসের দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন "আমি তোমাকে হাতে হাতে তাহার দুষ্টামী দেখাইয়া দিয়াছি বলিয়া সে আমার উপর অধিক আক্রোশ করিয়া একখানি হাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" হরিশ বাবু সে দিবস স্ত্রীর নিকট কোথায় আহ্লাদের সহিত লাভের পরিচয় দিবেন, না এই ঘটনার কথা শুনিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন "ও কুসন্তানের কথা আমাকে আর শুনাইও না। দেখ আমার সময় নাই। আমি ইহার জন্য যে সময় ক্ষতি করিব, তাহাতে দশ টাকা লাভ করিতে পারিব।" পদ্ম হতাশ হইয়া বলিলেন 'তবে ও মরুক' এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হরিশ আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া আর তাঁহার সময় নাই ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

ইহার দুই দিবস পরে হিন্দুস্কুল হইতে এক চিঠী আসিল, বৈদ্যনাথের নাম কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে এ বালক মাসের মধ্যে দুই এক দিন স্কুলে দেখা দিয়া পলায়ন করিয়া থাকে। এবার আসিয়া একটী অল্পবয়স্ক বালকের মাথা ফাটাইয়া দিয়া গিয়াছে, পুলিসকেস হইয়াছে।

হরিশ বাবুর এতদিন অবকাশ হয় নাই, স্কুলে এক খানি চিঠী লিখিয়া বালকের বৃত্তান্ত অবগত হন। এখন ব্যাপার সকল জানিলেন। কিন্তু স্কুলের উপরেই রাগ ঝাড়িয়া বলিলেন "আমার ছেলেকে এবার সাহেবের স্কুলে পড়াইব।" কিছু টাকা দিয়া পুলিসের গোলমাল মিটাইয়া ফেলিলেন।

লামার্টিনিয়ার কলেজে বৈদ্যনাথকে ভরতি করা হইল এবং এক জন দরোয়ান সঙ্গে দিয়া তাহাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ দুইদিন ভাল মানুষ হইয়াছিল, তৎপরে প্রতিদিন কোন না কোন

ছাত্র বা শিক্ষকের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ উত্ত্যক্ত হইয়া এক পক্ষের মধ্যেই তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। বৈদ্যনাথ খুসী হইল। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকার ২৪৪ জন উপাধিধারিণী স্ত্রীলোক ডাক্তার আছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ৪ জন চিকিৎসা বিষয়ে এরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যে বৎসরে ৩০। ৪০ হাজার টাকা উপার্জন করেন। আমেরিকায় সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন।

২। এতদিন দেনার নালিসে এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে ধৃত করা হইত না, সম্প্রতি কলিকাতার কোন ভদ্রপরিবারের স্ত্রীলোককে আদালত হইতে ধৃত করা হইয়াছে। ইহাতে হিন্দুসমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। আদালত এ দেশীয়দিগের মনের ভাব অবধারণ না করিয়া এবং ভদ্রাঙ্গনার লজ্জাশীলতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত হঠকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। আদালতে সাক্ষ্যদানের জন্য উপস্থিত হইবার দায় হইতে যাহারা মুক্ত হইয়াছে, জেলে অর্পণ করিবার জন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা এদেশবাসীদিগের নিকট অতি ভয়ানক কথা।

৩। ইংলণ্ডের রমণীগণের গুণের কথা আমরা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।* তত্রত্য একটী রমণী বঙ্গমহিলা সমাজে কতকগুলি স্বহস্ত রচিত চিত্রপট উপহার দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি। প্রত্যেক পটের বামদিকে বৃক্ষ লতা পুষ্প প্রভৃতির ছবি সুন্দররূপে অঙ্কিত, ও সুন্দর বর্ণে রঞ্জিত। তৎপরে এক একটী উপদেশ বাক্য সুন্দর বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। অক্ষরগুলিও যত্নসহকারে চিত্রিত। এই রমণীর অসাধারণ অধ্যবসায় এবং এ দেশীয় ভগিনীদিগের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের জন্য আমরা ধন্যবাদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

৪। গৌরীপুর নিবাসিনী শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী চৌধুরাণী ময়মনসিংহ বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১০০০ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য ধনাঢ্য স্ত্রীলোকগণ এরূপ সাহায্য দান করিলে অনেক স্থায়ী ফললাভের সম্ভাবনা।

৫। মহারাণী স্বর্ণময়ী জেনারল-এসেম্ব্লি্স আসোসিয়েসন বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে ৬০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৬। আমরা সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি ইংলণ্ডের ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সম্পাদিকা কুমারী ম্যানিঙ্ বামাবোধিনীর জন্য অনেকগুলি 'কপার প্লেট' প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহাতে ছবি প্রকাশের বিশেষ সাহায্য হইতেছে। উক্ত গুণবতী মহিলা গতবর্ষে আমাদিগকে এইরূপ সাহায্য-দানে উপকৃত করিয়াছেন। আমরা এই উপকারের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

পুস্তকপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। হৃদয়োচ্ছ্বাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম এ প্রণীত, মূল্য ১ টাকা। ইহাতে ভারতের অবস্থা ও উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ আছে। আমরা সেগুলি পাঠ করিয়া অতীব প্রীত হইলাম। ইহার সুন্দর ভাষা, লেখকের সহৃদয়তা ও উন্নত-ভাব দ্বারা যারপর নাই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। অতীত ও বর্ত্তমান ভারতবিষয়ক প্রস্তাবে গ্রন্থকার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে উদার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পত্রিকায় উদ্ধৃত করিবার নিতান্ত মানস ছিল, কিন্তু স্থানাভাবে তাহাতে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত হইলাম। লেখকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের সহিত যদিও আমাদিগের আকাশ পাতাল প্রভেদ; পবিত্রতা ও প্রেমের পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অনুরাগ ভিন্নও নর-নারীর চরিত্র সম্পূর্ণ গঠিত ও সমাজের উন্নতি প্রকৃতরূপে সাধিত হইতে পারে এ মত যদিও আমরা ভ্রান্ত মনে করি; তথাপি পুস্তকের এত গুণ আছে, যে আমরা পাঠিকাগণকে এতৎপাঠে অনুরোধ করিতে পারি।

২। শ্মশানে-মিলন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ৴০ আনা। শ্মশানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত রাজমহিষী সব্যার যেরূপে মিলন হয়, তাহাই পদ্যে বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বিদ্যালয়ের ছাত্র হইলেও পুস্তকখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে।

৩। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।—শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। এই পুস্তক খানি পাঠে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে। ইহার স্থানে স্থানে লেখক আপনার সঙ্কীর্ণ মত উক্ত মহাত্মার দোহাই দিয়া রক্ষা করিতে না গেলে ভাল হইত।

৪। ব্রহ্মযামল—শ্রীজয়গোবিন্দ দেব কর্ত্তৃক মূল সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত ও পদ্যে অনুবাদিত, মূল্য ১৲ টাকা। চৈতন্য বিষ্ণুর অবতার এই পুস্তকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পালনের কতকগুলি প্রকরণও আছে।

৫। জয়নগর পাঠালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক বিবরণ। এই পুস্তকালয়ে কয়েকটী দেশ-হিতৈষী যুবকের উৎসাহে অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়া পাঠার্থীদিগের উপকার সাধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি। ইহা স্থায়ী হউক, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগের এই প্রার্থনা।

৬। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি হিন্দুদর্শন ও কল্পতরু নামে দুইখানি মাসিক পত্র ও সমালোচন প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম খানির লেখা যেরূপ হইতেছে আশাকর, দ্বিতীয় খানির একসংখ্যা মাত্র আমরা দর্শন করিয়াছি। যাহাহউক পত্রদ্বয় দীর্ঘজীবী হউক প্রার্থনা করি।

বামাগণের রচনা।

বাল্য বিবাহের ফল।

কত শত দেখ রমণী রতন,
মন দুঃখে কাটে যাবৎ জীবন,
ঐহিকের সুখ হ'ল বিসর্জ্জন,
মনের মতন পতি না পেয়ে। ১।

বালিকা জীবনে বিবাহ বন্ধনে,
বধেছে তাদের আত্ম গুরুজনে,
কি জানি কেমন সুখের কারণে
বুঝিতে নাপারি যতন পেয়ে ॥ ২ ॥
অধিক বয়স্কা হইলে দুহিতা,
হইতে হইবে নরকে পতিতা,
জাতিচ্যুতি ভয়ে নিরদয় পিতা,
ভাসালে বালারে অকূল দুখে। ৩।
তখন তাদের বালিকা জীবন,
জানেনা জানেনা প্রণয় কেমন,
সুতাতে করিয়া প্রণয় বন্ধন,
বঞ্চিত করিল মনের সুখে ॥ ৪ ॥
হয়ত বালিকা নব-বিবাহিত,
স্বামী কি পদার্থ নহে অবগত,
বৈধব্য যাঁতায় হইয়া পেষিত,
মরমে মরিয়া সতত রয়। ৫।
মাতার পিতার কঠিন শাসনে,
কেহ বা বিরত কুপথ গমনে,
অনেকে অসহ্য যন্ত্রণা কারণে,
কুপথ গামিনী হইয়া যায় ॥ ৬ ॥
জাতিমান কোথা রহিল তখন ?
পাপপঙ্কে কেবা ডুবিল এখন ?
তাই বলি সবে করগো যতন
বালিকা বিবাহ উঠায়ে দাও। ৭।
কুসংস্কার কবে হবে পরিহার,
সুখ দিবাকর উদিবে আবার,
রমণী হইবে বিদ্যার আধার,
প্রসন্ন বদনে বারেক চাও ॥ ৮ ॥
অজ্ঞতা বশতঃ পতির সহিতে
দিন রাত্রি কাটে কলহ বিবাদে,
সংসার পূরিত করিল বিষাদে,
উভয়ে দগ্ধ হইতে লাগিল। ৯।
ইহারি কারণ পড়িছে অকালে,
কত শত শিশু কালের কবলে,
অভাগী জননী পুত্র শোকার্ণবে,
দিবস রজনী ডুবিয়া রহিল ॥ ১০ ॥
কে করিল এই আচার প্রচার,
হয়নি ইহাতে দয়া সদাচার,
পরিহার কর সবে দুরাচার,
দেশহিতৈষী মহোদয়গণ। ১১।
শুনেছি পূরবে আর্য্য মহিলারা,
মন সুখে তারা হ'ত স্বয়ংবরা,
অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিত না তারা,
বিদ্যা রসাস্বাদে তুষিত মন ॥ ১২ ॥
করিত তাহারা শাস্ত্র আলোচন,
করিত তাহারা সমরে গমন,
বীরাঙ্গনা নামে বিখ্যাত ভুবন,
সেই রক্ত আজো ধমনীতে চলে।১৩
এস ভগ্নি করি সাহসেতে ভর,
বালিকা বিবাহ উঠাই সত্বর,
অলস ভাবেতে ঘুমাও না আর,
যতনে অবশ্য রতন ফলে ॥ ১৪ ॥

দর্জিপাড়া।

শ্রীচমৎকারমোহিনী ঘোষ।

৩৩

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১৯৮ সংখ্যা। | আষাঢ় ১২৮৮—জুলাই ১৮৮১। | ২য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সমাজ-সংস্কারের জন্য কয়েক বার কোলাহল করিয়া যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া আশান্বিত হইতেছি বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ প্রদেশের হিন্দুগণ দূষিত দেশাচারের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য কটিবন্ধন করিতেছেন। বাল্যবিবাহ নিবারণার্থ পুনানগরে এক সভা হইয়াছে এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন জন্য মান্দ্রাজে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি মাথুস্বামী আয়ার এবং মহারাজা হলকারের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রঘুনাথ রাও প্রভৃতির ন্যায় মহৎ লোক সকল শেষোক্ত আন্দোলনের নেতা। বঙ্গদেশ বাক্যে যত পটু, কার্য্যে তত নয়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলে ভারতের সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইবে আশা করা যায়।

বরিশাল-নিবাসিনী মনোরমা মজুমদারের গুণের বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সম্প্রতি তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ ইহাঁকে

"ধর্ম্মপ্রচারিকা" পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে স্ত্রীলোকের নিয়োগ অধিকাংশ ধর্ম্মসমাজে দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মসমাজ এই কার্য্য দ্বারা যেমন একটী যোগ্যা রমণীর গুণের পুরস্কার করিয়াছেন, তেমনি আপনাদিগের উদার ও উন্নত ভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন। ভারত-নারীদিগের এই দুর্ভাগ্যের সময় যদি কয়েকটী ভগিনী সাংসারিক সুখ বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া সমাজের উন্নতিকল্পে জীবন সমর্পণ করিতে অগ্রসর হন, তদপেক্ষা আশাকর দৃষ্টান্ত আর কিছুই নাই।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বিবেচনার পর 'অনর' সম্মানজনক উপাধি পরীক্ষায় পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর পরীক্ষোত্তীর্ণদিগের তালিকায় স্ত্রীলোকদিগেরও নাম সংভুক্ত হইবে এবং তাঁহারা প্রশংসাপত্র ও উপাধি লাভ করিতে পারিবেন। এই রূপ ব্যবস্থা সভ্যসমাজের উপযুক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে টেলিগ্রাফ বিভাগের অধ্যক্ষ একটী অতি সৎ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে টেলিগ্রাফ আফিসের কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করা হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের কার্য্য অনেকস্থলে রমণীগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা কার্য্যের অনেক সুবিধা এবং ব্যয়েরও লাঘব হয়। এ দেশেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে সেইরূপ উপকার লাভ হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এখন যেমন স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া তাঁহাদিগের গুণের পুরস্কার করা কর্ত্তব্য। আপাততঃ তার ঘরের কর্ম্মচারীর স্ত্রীকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ডাকঘরের সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম হওয়া বিধেয়।

সহমরণ প্রথা যে এ দেশে চলিত ছিল, আর দিন কত পরে হয়ত লোকে তাহা গল্প কথা বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে যে ইহা নিবারিত হইয়াছে বোধ হয় না। নেপালে

এতদিন এই ভয়ঙ্কর নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল। তথাকার রাজা সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন; তিনি নিষেধ করিয়া যান, এই জন্য তাঁহার মহিষীগণ জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করেন নাই।

জীবন-চরিত।

বোপদেব গোস্বামী।

এরূপ শ্রুত আছে কুমারহট্টে (হালিসহর) উক্ত মহাত্মার নিবাস ছিল। তিনি প্রথমে মহর্ষি পাণিনির নিকট "পাণিনি" নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন।* বাল্যকালে অত্যন্ত জড়বুদ্ধি ছিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু অলস ছিলেন না; যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া দীর্ঘকাল ব্যাকরণ পড়িলেন,—ফলে কিছুই হইল না। মহর্ষি তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, তাঁহার কিছু হইল না দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। সতীর্থগণ কৃতবিদ্য হইল, আপনি কিছু করিতে পারিলেন না দেখিয়া বোপদেবও নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

পাণিনি একদা তাঁহাকে সস্নেহ তিরস্কার করিলেন। বোপদেব সেই তিরস্কারে অভিমানী হইয়া গুরুগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনবৎ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন একটী নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। তৎকালে সেই সরোবরে কোন একটী রমণী নিকটে জল-কলস রাখিয়া স্নান করিতেছিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে স্নানান্তে জলপূর্ণ কলস কক্ষে লইয়া প্রস্থান করিলেন। বোপদেব প্রস্তরবদ্ধ ঘাটের সোপানাবলম্বনে জলের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যে স্থানে কলসটী ছিল, সেই স্থানে একটী অগভীর শরাববৎ গর্ত্ত রহিয়াছে। মৃত্তিকা-কলস-সংসর্গে সোপান-প্রস্তর তাদৃশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বোপদেব

---

* পাণিনি-প্রণেতা পাণিনি বোপদেবের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বোধ হয় বোপদেবের গুরু অন্য কোন পাণিনি হইবেন। বা, বো, স।

বিস্মিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, ইহা কেবল দীর্ঘকাল ঘর্ষণের ফল। এই ঘটনা দর্শনের দিন হইতে যথেচ্ছ ভ্রমণে বিরত হইয়া গুরু-গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে পাণিনি কিছুদিন পরে বোপদেবের বিরহে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং নিজের তিরস্কারই বোপদেবের গৃহত্যাগের কারণ মনে করিয়া অধিকতর ক্ষুব্ধ হইলেন। এমন সময়ে বোপদেব প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় অধ্যয়ন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। গুরু, তাঁহার সহসা প্রত্যাগমন ও পুনরায় অধ্যয়নাভিলাষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বোপদেব কহিলেন,—"মৃত্তিকার সহিত দীর্ঘকাল ঘর্ষণে প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আমি স্বচক্ষে তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে নিরন্তর চর্চ্চাদ্বারা আমার বুদ্ধিই বা সূক্ষ্ম ও ধারণাবতী কেন না হইবে?" বোপদেব এই কথা বলিয়া সরোবর সোপানস্থ ক্ষয় চিহ্নের উল্লেখ করিলেন। পাণিনি অতিশয় হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে আদেশ দিলেন। তিনিও অপ্রতিহত অধ্যবসায় সহকারে পড়িতে লাগিলেন।

যাঁহারা শিক্ষকের তিরস্কার, সাময়িক অকৃতকার্য্যতা প্রভৃতি কারণে "আমার কিছু হইবে না" বলিয়া ভগ্নাশ হন এবং পড়াশুনা ত্যাগ করেন, বোপদেবের প্রথম শিক্ষার বিবরণটী তাঁহাদিগের মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা কর্ত্তব্য। বোপদেব নিরন্তর পরিশ্রম ও অবিরাম উৎসাহ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। "পাণিনি" ব্যাকরণ বহু বিস্তৃত ও দুরূহ; অধ্যয়নে তাঁহার অনেক সময় ব্যয় ও ক্লেশ হইয়াছিল। এই জন্য বালকগণ যাহাতে সহজে ও অল্প কালের মধ্যে ব্যাকরণে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশে "মুগ্ধবোধ" নাম দিয়া এক খানি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করিয়া গুরুকে দেখাইলেন। গুরু কহিলেন, "তোমার ব্যাকরণ অতি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু ইহা দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু ঐ গ্রন্থ এত কঠিন হইয়াছে যে, ব্যাখ্যা ব্যতীত কেহই উহা বুঝিতে পারিবে না; অতএব গ্রন্থের সহিত উহার ব্যাখ্যা প্রস্তুত কর।" তখন অধ্যাপকের আদেশে বৃত্তি (সূত্রস্য বিবরণং বৃত্তিঃ) নামে সূত্র সকলের বিবরণ লিখিলেন। এই বৃত্তি সকলের সাহায্যেই

মুগ্ধবোধ, শিক্ষার্থীর বুদ্ধিপথে আসিয়াছে; নচেৎ বাস্তবিকই উহাদ্বারা সাধারণের উপকার হওয়া কঠিন হইত। যাহা হউক, জড়বুদ্ধি বোপদেব যে, অধ্যবসায়, শ্রম ও চেষ্টাগুণে কিরূপ মার্জ্জিত বুদ্ধি হইয়াছিলেন, তৎ-প্রণীত মুগ্ধবোধ ও গণ নামক গ্রন্থদ্বয়ই তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় স্থল। যে মুগ্ধবোধ বুঝিতে সুধীর ললাটদেশ ঘর্ম্মাক্ত হয়, বোপদেবের মতে সেই মুগ্ধবোধ অল্পবুদ্ধির পাঠ জন্য রচিত হইয়াছিল। "মুগ্ধবোধ" এই নামটীই তাহার প্রমাণ। কেন না মুগ্ধবোধের অর্থ মূঢ় ব্যক্তির বোধ সাধক। যে মুগ্ধবোধের টীকা লিখিয়া দুর্গাদাস, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সেই মুগ্ধবোধকে বোপদেব মূঢ়জনের অনায়াসবোধ্য মনে করিতেন; ইহা দ্বারাই তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা করা যাইতে পারে।

বোপদেব গোস্বামী কবি বলিয়া খ্যাত। অনেকে বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার রচিত। অসম্ভব বোধ হয় না, কারণ প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সহিত ভাগবতের শব্দ-যোজনার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যই উক্তরূপ জনশ্রুতির মূল হইবে। বোধ হয় কি পূর্ব্বে কি পরে বোপদেবের ন্যায় "সারবৎ সংক্ষিপ্ত লেখক" আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। মুগ্ধবোধ রচনায় সংক্ষিপ্ততা বিষয়ে বোপদেব স্বয়ংও যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তৎ সম্বন্ধে তাঁহার একটী উক্তি প্রসিদ্ধ আছে,—"যিনি মুগ্ধবোধের মধ্যে একটী বৃথা বর্ণ বাহির করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে গুরু বলিব।" মুগ্ধবোধ-সূত্র সকলের গ্রন্থন দেখিয়া ঐ উক্তি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

অধুনাতন কোন বিখ্যাত পণ্ডিত বোপদেবের মুগ্ধবোধ ও ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্ব উভয়কেই মানসিক ফলদান বিষয়ে তুল্য কার্য্যকারী মনে করেন। যাহা হউক, আমাদের অতি দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ অসাধারণ পণ্ডিত ও অসামান্য গ্রন্থকারগণের সম্পূর্ণ জীবনী আমরা পাঠ করিতে পাই না। বোধ হয়, সকলের সমান যত্ন থাকিলে, জলধি-নিমগ্ন শৈল পৃষ্ঠ হইতে মহানাটকোদ্ধারের ন্যায় আমরা আবার সকলই পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি।

"আমার সময় নাই।"

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

বৈদ্যনাথের পিতার অর্থের অনাটন নাই, বালককে পরে পরে সাহেব ও বাঙ্গালীর আরও ৪। ৫ স্কুলে ভরতি করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার প্রকৃতি ক্রমে আরও বিকৃত হইতেছিল, সকল স্থান হইতেই তাহাকে বিদায় প্রাপ্ত হইতে হইল।

হরিশ বাবু এখন জানিলেন যে বঁদে বাস্তবিকই বথাটে হইয়াছে, তাহার আর কিছুই হইবে না। কিন্তু তাঁহার নিজেরত সময় নাই, যে তাহাকে শুধরাইবার উপায় করিবেন! এলাহাবাদে বৈদ্যনাথের এক মাতুল কর্ম্ম করিতেন, স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন সেইখানেই বৈদ্যনাথকে পাঠান যাউক, আফিসে কাজকর্ম্ম শিখিয়া দুটাকা আনিতে পারিবে, বিশেষতঃ বিদেশে গেলে মন ভাল হইতে পারে।

বৈদ্যনাথের ৫ জন বদ ইয়ার হইয়াছে; ইচ্ছা নয়, বিদেশে যায়। পদ্মাবতীও স্বামীকে বলিলেন "তুমি আপনার কাছে রাখিয়া কাজ কর্ম্ম শিখাও না কেন, বিদেশে গিয়া কোথায় কি কাণ্ড করিবে, বদ ছেলে, ইহাকে কে রক্ষা করিবে?" কিন্তু হরিশ বাবু যাহা ধরিয়াছেন ছাড়িলেন না, বিশেষতঃ সন্তান কাছে থাকিলে তাহার কথা সর্ব্বদাই শুনিয়া তাঁহার কাজের ক্ষতি হইবে, এজন্য নিশ্চিন্তমনে আপনার কাজ করিবার এইটী উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিলেন।

বৈদ্যনাথের মাতুল রাধানাথ বাবু এলাহাবাদের এক আফিসের হেড বাবু। তিনি কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, বৈদ্যনাথকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হইল। হরিশ বাবু এখন নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। আফিসে, সদাগরির অংশে এবং দোকানের লাভে তাঁহার মাসিক আয় এখন সহস্র মুদ্রার অধিক, কৃপণস্বভাববশতঃ ব্যয় অধিক নাই। অর্থোপার্জ্জনের আশা তথাপি নিবৃত্ত নহে, একটী দোকানের পরিবর্ত্তে ৪। ৫ টী দোকান খুলিয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম পূর্ব্বক আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরিশ বাবু শ্যালকের উপরেই জ্যেষ্ঠপুত্রের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মনে করিতেছেন সে এতদিনে অবশ্য ভাল হইয়া কাজকর্ম্মের নায়েক হইতেছে। একবৎসর তাহাকে বিদেশে রাখিয়া পরে আপনার একটি ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিবেন। এখন তাঁহার ভাবনা মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য। তাহারা কুসঙ্গে বেড়ায়, বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া অপব্যয় করে, এক স্কুল হইতে আর এক স্কুল করিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মনোযোগী নহে। গৃহিণী সন্তানদিগের কথা বলিয়া বলিয়া হার মানিয়াছেন, আর কিছু বলেন না। তিনি জানিয়াছেন তাহাদিগের পিতাদ্বারা তাহাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের অদৃষ্টে যাহা আছে হইবে।

হরিশবাবু জ্যেষ্ঠপুত্রকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া অবধি তাহার কোন সংবাদ লন নাই। এক দিবস একখানি ইংলিসম্যান পত্র আফিস হইতে লইয়া সকাল সকাল বাটী আসিয়াছেন—পত্রখানি পড়িবেন এবং এক দিবস বাটীতে অধিক ক্ষণ বিশ্রাম করিবেন। স্বামী সকাল সকাল বাটী আসিয়াছেন, ইহাতে পদ্মাবতী কিছু বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিকটে উপবিষ্ট। হরিশ বাবু কৌতূহল সহকারে ইংলিসম্যানে একবার চক্ষু বুলাইতে উৎসুক; দেখিবেন, তাঁহার মালের জাহাজ কলিকাতায় কবে ফিরিয়া আসিতেছে। এমত সময় সেই পত্রের এক অংশে এলাহাবাদ লেখা দেখিলেন, তাহার সহিত বৈদ্যনাথের নাম, বৈদ্যনাথ এক হিন্দুস্থানীর বাটী চড়াও হইয়া দাঙ্গা করিয়াছে, শেষে হত হইয়াছে। হরিশবাবু ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর পুত্রবৎসল হৃদয়ে আর কিছু বুঝিবার বাকী রহিল না। বজ্রাহত হইয়া বলিয়া উঠিলেন আমার বৈদ্যনাথের কোন অমঙ্গলের সংবাদ পাইয়াছ কি না সত্য করিয়া বল। হরিশবাবু আর কি বলিবেন, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে রোরুদ্যমান স্ত্রীর নিকট সংবাদ পত্রের লিখিত সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। এই সময় রাধানাথবাবুর একখানি পত্র ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাবু তাহা পাঠ করিয়া সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং স্ত্রীকে শুনাইলেন। পদ্মাবতী পুত্রশোকে পাগলিনী হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন

"বাছা আমাদের হতেই মরেছে, আগে তার প্রতি যত্ন করিলে বাছা বুঝি ভাল হইত, এমন করিয়া মরিত না।"

হরিশ বাবুর এখন চক্ষু ফুটিল। পদ্মাবতী যে বলিয়াছিলেন "বঁদে মরিলে তোমার সময় হইবে" সেই কথা মনে পড়িয়া তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতে ও আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। 'বঁদের মৃত্যুর কারণ আমি ও আমার পাপের চাকুরী ও দোকান' এই বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হরিশ বাবু চাকরীতে জবাব দিলেন, সব দোকান ঘুচাইয়া একটী দোকান রাখিলেন এবং সুরনাথ ও হেমনাথ যদি ভাল হয়, এই বলিয়া বাটীতে অধিক সময় থাকিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তাহারা দুই ভাইও লেখা পড়া করিত না, বিশেষতঃ হেমনাথ সহরের মন্দ ছেলেদিগের সঙ্গে মিশিয়া মদ খাইতে শিখিয়াছিল। যক্ষ্মাকাশ হইয়া কিছুদিনের মধ্যে মরিয়া গেল। সুরনাথের বিশেষ কোন বদ খেয়ালি অভ্যাস হয় নাই, কিন্তু তাহার লেখা পড়া আর হইল না। হরিশ বাবু তাহাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া দোকানের কাজ শিখাইতে লাগিলেন, সে অল্পদিনে তাহাতে পরিপক্ক হইয়া উঠিল এবং সকল কার্য্য নিজে চালাইতে লাগিল। হরিশ বাবু এখন সকল কাজ হইতে অবসর লইয়া বাটীতে রহিলেন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের তত্ত্বাবধান জন্য সময় পান নাই, কিন্তু এখন তাহাদিগের জন্য শোক করিবার যথেষ্ট সময় পাইলেন।

নগদ টাকা নোট ও কোম্পানির কাগজ।

(১৯৭ সংখ্যা, ৪৯ পৃষ্ঠার পর।)

নোটের সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা মস্ত ভ্রম আছে। তাঁহারা মনে করেন যে কোম্পানি একখণ্ড করিয়া কাগজ দিয়া আমাদের সমুদয় টাকা ফাঁকি দিয়া লইতেছেন। এরূপ অন্যায় বিশ্বাসকে মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান দেওয়া উচিত নহে। কোম্পানি নোট বাহির করিয়া আমাদের টাকা ফাঁকি দিয়া লইতেছেন না। কারণ আমরা যখনই কোন নোট

ভাঙ্গাইতে ইচ্ছা করি, কোম্পানি তৎপরিবর্ত্তে টাকা দিতে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত ও বাধ্য। ফলতঃ যত নোট বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই স্বল্পদিনের মধ্যে কোম্পানির ঘরে ফিরিয়া যায় এবং আমরা তৎপরিবর্ত্তে নগদ টাকা পাইয়া থাকি। অবশ্য, ইহাতে কোম্পানিরও লাভ আছে। সেই লাভ কিরূপ তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। পাঠিকাবর্গ ইহাদ্বারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

বিবেচনা কর গবর্ণমেণ্ট একলক্ষ টাকার নোট ছাপাইলেন, এবং কর্ম্মচারীদিগের বেতন নগদ টাকায় না দিয়া তাহাদিগকে সেই নোট দিলেন। গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ একলক্ষ টাকা লাভ করিলেন, কারণ নোট না থাকিলে কর্ম্মচারীদিগের বেতন নগদ টাকায় দিতে হইত। উল্লিখিত হইয়াছে যে যত নোট বাহির হয় তাহার অধিকাংশই পুনরায় কোম্পানির ঘরে ফিরিয়া যায়। কিন্তু একবার নোট বাহির হইলে তাহা পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ফিরিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়; এবং সেই নোট না ফিরিতে ফিরিতে পুনরায় নূতন নোট বাহির হয়। সুতরাং নোটের দরুন সর্ব্বদাই গবর্ণমেণ্টের হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে নগদ টাকা থাকে। নোট না থাকিলে গবর্ণমেণ্টকে এই নগদ টাকা খরচ করিতে হইত। যিনি অর্থের ব্যবহার জানেন তাঁহার হস্তে অর্থ থাকিলেই লাভ। গবর্ণমেণ্ট যত টাকার নোট বাহির করেন, ততগুলি করিয়া টাকা কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের হস্তে থাকে। সেই টাকা তাঁহাদিগকে শীঘ্রই ফিরাইয়া দিতে হয়, কারণ যাবতীয় নোট অনতিকালমধ্যে পুনরায় গবর্ণমেণ্টের হস্তে ফিরিয়া আইসে এবং তাঁহাদিগকে সেই সকল নোটের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা দিতে হয়। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত নোট পুনরায় না ফিরিয়া আইসে ততদিন গবর্ণমেণ্ট তৎপরিমাণ টাকা ইচ্ছামত খরচ করিতে পারেন। নোট ছাপাইয়া গবর্ণমেণ্ট নিয়ত এই লাভ করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই, সুতরাং মূর্খের মত আমরা যেন কখন এরূপ না ভাবি যে গবর্ণমেণ্ট নোট ছাপাইয়া আমাদের টাকা ফাঁকি দিয়া লইতেছেন।

নোট ও নগদটাকা এই দুইয়ের একটী কাগজে এবং অন্যটি মূল্যবান্ ধাতুতে প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে অন্য কোন প্রভেদ লক্ষিত

হয় না; কারণ নগদ টাকায় যে কার্য্য হয়, নোটের দ্বারাও ঠিক সেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে। কিন্তু কোম্পানির কাগজের প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বস্তুত ইহা অলঙ্কার ভূমি প্রভৃতির ন্যায় সম্পত্তি মাত্র। পাওনা টাকা নগদ না দিয়া যদি কেহ নোট দেয়, তাহা হইলে নোট বলিয়া আপত্তি করিলে সে আপত্তি কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিবেচনা কর কোন ব্যক্তির নিকটে তুমি একশত টাকার সামগ্রী ক্রয় করিয়া মূল্যস্বরূপ তাহাকে একশত টাকার নোট দিলে। বিক্রেতা তোমার সেই নোট লইতে বাধ্য। কিন্তু তুমি যদি তাহাকে নোট না দিয়া একখানা একশত টাকার কোম্পানির কাগজ দিতে চাও, তাহা হইলে বিক্রেতা ইচ্ছা করিলে তাহা না লইতে পারে। নোটের বেলায় তুমি জোর করিয়া বলিতে পার যে তোমাকে ইহা লইতে হইবে; কিন্তু কোম্পানির কাগজের বেলায় তোমার এ জোর খাটিবে না। পুনশ্চ, গবর্ণমেণ্ট নোটের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে সর্ব্বদাই বাধ্য। যখনই তুমি নোট লইয়া গবর্ণমেণ্টের করেন্সি নামক আফিসে বদ্‌ল করিতে যাইবে, গবর্ণমেণ্ট তখনই সেই নোটের টাকা না দিয়া নিস্তার পাইবেন না। কিন্তু কোম্পানির কাগজের নিয়ম এরূপ নহে। গবর্ণমেণ্ট প্রজার দ্বারে টাকা ধার করিয়া দলিল স্বরূপ এক এক খণ্ড করিয়া কাগজ দেন। এই কাগজের নাম কোম্পানির কাগজ। ইহার সুদ তুমি নিয়মিত সময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট জোর করিয়া লইতে পার, কিন্তু মূলটাকার বেলায় সে জোর খাটিবে না। সে টাকা গবর্ণমেণ্ট আপনার ইচ্ছানুসারে সুবিধামত পরিশোধ করিবেন। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্ট চিরকাল কোম্পানির কাগজের সুদ মাত্র দিয়া ক্ষান্ত থাকেন; মূল টাকা প্রায়ই পরিশোধ করেন না। তবে তোমার টাকার প্রয়োজন হইলে তুমি বাজারে গিয়া ভূমি বাটী প্রভৃতি সম্পত্তির ন্যায় কাগজ বিক্রয় করিয়া টাকা পাইতে পার। কোম্পানির কাগজের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যহ বহুসংখ্যক কাগজ বাজারদরে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে।

উল্লিখিত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট কোম্পানির কাগজের কেবল সুদ দেন, মূলটাকা প্রায়ই ফিরাইয়া দেন না। সুতরাং এস্থলে বলিতে পারা যায়